NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

দেখুন

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ ২০২৬ সালে বাংলায় আরেকটা পরিবর্তন হবে: অর্জুন সিং

সাঁতরাগাছিতে রাস্তা ইস্যুতে ক্ষোভ, ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি বাসিন্দাদের ২

কলকাতা ৮ এপ্রিল ২০২৬ ২৪ চৈত্র ১৪৩২ বুধবার উনবিংশ বর্ষ ২৯৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 08.04.2026, Vol.19, Issue No. 296, 8 Pages, Price 3.00

‘ফেভারিট’ বালুকে জেতানোর আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআর-এ ৯০ লক্ষের বেশি মানুষের নাম বাদ গিয়েছে। এবার এই নিয়ে সরব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, টার্গেট করে বেছে বেছে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, দেখে দেখে মতুয়া, রাজবংশী, সংখ্যালঘু- একটা সম্প্রদায়ের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। বিজেপি ও কমিশনকে এক যোগে আক্রমণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও আরও একবার কেন্দ্রকে নিশানা করেন মমতা।

চাকদহের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দেখে দেখে একটা কমিউনিটিকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। দেখে দেখে মতুয়া, রাজবংশী, সংখ্যালঘুদের বাদ দিচ্ছেন। উকুন বাছার মতন করে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। বাগদা, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় উকুন বাছার মতো করে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।’ তিনি আশ্বস্ত করেছেন, ৩২ লক্ষের নাম উঠেছে, বাকিদেরও তোলার চেষ্টা করবেন। বাংলায় বিজেপিকে শূন্য করার ডাক দিয়েছেন তিনি।

পাশাপাশি, মঙ্গলবার বনগাঁ এবং হাবড়ার জনসভা থেকে এভাবেই হুঁশিয়ারি দেন মমতা। তিনি বলেন, ‘ভোট দিতে যাওয়ার সময় সেন্ট্রাল ফোর্স বেশি বাড়াবাড়ি করলে খিলের ঝাড়ু দিয়ে ঝাটিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে আপনারা ভোট বাক্সে গিয়ে ভোট দেবেন। নিজের অধিকার রক্ষা করবেন।’

এদিন হাবড়ার সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলতে শোনা যায়, ‘বালু আমার ফেভারিট তাই তাঁকে জেতাতে হবে ভোটারদের। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক অর্থাৎ বালু আমার পুরনো দিনের সঙ্গী, তাই বালুকে জেতাতে হবে। ওকে হিংসা করে জেলে ঢুকিয়েছিল।’ হাবড়ার সভা মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রাক্তন চেয়ারম্যানদের নাম না করে দলের বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে এই বার্তা দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নির্বাচনী প্রচারে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, নারায়ণ গোস্বামীর হয়ে ভোট প্রচারে আসেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাবড়ার মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একাধিকবার বালুর নাম মমতার মুখে শোনা যায়। মঞ্চে উঠেই প্রথমে বিরোধীদের নিশানা করে বলেন, ‘বালুর প্রতি অবিচার হয়েছে। আপনারা ওকে জেতাবেন। পরবর্তীতে আপনাদের যা কিছু প্রয়োজন আমি করে দেবো।’ সিপিআইএম-কে নিশানা করে বলেন, দেড় কোটি ভুয়ো রেশন কার্ড তারা করেছেন, বালু সেগুলোকে বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন বলে সেই হিংসা থেকেই তাঁকে বিজেপির সঙ্গে সেটিং করে বালুকে ফাঁসানো হয়েছে। বালুর নামে বদনাম করে ওকে হিংসা করে গ্রেপ্তার করেছিল। বিজেপিকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, ‘কেউ ব্যবসা করলেও তার পিছনে লাগিয়ে দেওয়া হয় ইডি-সিবিআই। অভিষেক ব্যবসা করে সেটা সহ্য হচ্ছে না। ও যদি ব্যবসা করে খায়, সংসার চালায় ক্ষতি কি! ও কি করে খাবে ওর তো সংসার আছে। ও কি কাঁচকলা খাবে!’

আপাতত বাদ ৯১ লক্ষ, শঙ্কা বাড়ার

সবচেয়ে বেশি ছাঁটাই মুর্শিদাবাদে

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ল প্রায় ৯১ লক্ষ নাম। সোমবার গভীর রাতে নির্বাচন কমিশনের তরফে জেলা অনুযায়ী বাদ পড়া (ডিলিটেড) নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। বহু টালবাহানার পর সোমবার গভীর রাতে রাজ্যে বিচারাধীন ভোটারদের নামের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। প্রকাশিত রিপোর্টে প্রথমবার যোগ্য ও অযোগ্য হিসাবে চিহ্নিত ভোটারদের জেলাভিত্তিক বিশদ তথ্য সামনে নিয়ে আসা হয়েছে।

মোট বিবেচনাধীন ছিলেন ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জন ভোটার। তাঁদের মধ্যে বাদ পড়েছেন ২৭ লক্ষ ১৬ হাজার ৩৯৩। বিবেচনাধীন ভোটার তালিকা থেকে নাম উঠেছে ৩২ লক্ষ ৬৮ হাজার ১১৯ জনের। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত প্রথম চূড়ান্ত তালিকায় বাদ পড়েছিল ৬৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৯৫২ জনের নাম। অর্থাৎ, মোট বাদ পড়ার সংখ্যা ৯০ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩৪৫।

কমিশন অবশ্য জানিয়েছে, বিবেচনাধীন তালিকায় থাকা ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ৬৭৫ জন ভোটারের মধ্যে ৫৯ লক্ষ ৮৪ হাজার ৫১২ জনের পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে। বাকি ২২ হাজার ১৬৩ জন ভোটারের নামের নিষ্পত্তি হয়ে গেলেও সেগুলিতে ই-স্বাক্ষর করা হয়নি। ওই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে বাদ পড়া নামের তালিকায় আরও কিছু নাম যুক্ত হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ভোটার তালিকাতেও আরও কিছু নাম সংযুক্ত হতে পারে।

কমিশনের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিবেচনাধীন তালিকা থেকে সবচেয়ে বেশি নাম বাদ পড়েছে মুর্শিদাবাদ জেলায়। ওই জেলায় বিবেচনাধীন ভোটারদের মধ্যে ৪ লক্ষ ৫৫ হাজার ১৩৭ জনের নাম বাদ পড়েছে। ২৮ ফেব্রুয়ারির তালিকায় ওই জেলা থেকে বাদ গিয়েছিল ২ লক্ষ ৯৩ হাজার ৮২২ জনের নাম। বিবেচনাধীনদের হিসাব প্রকাশ্যে আসার পর দেখা যাচ্ছে, ওই জেলা থেকে বাদ পড়েছে মোট ৭ লক্ষ ৪৮ হাজার ৯৫৯ জনের নাম। উত্তর ২৪ পরগনায় বিবেচনাধীন ভোটারদের মধ্যে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার ৬৬৬ জনের নাম বাদ পড়েছে। ২৮ ফেব্রুয়ারির তালিকা ধরলে ওই জেলা থেকে বাদ পড়া ভোটারের সংখ্যা ১২ লক্ষ ৬০ হাজার ৯৬। ২৮ ফেব্রুয়ারির তালিকায় মালদহ থেকে বাদ পড়েছিল ২ লক্ষ ২০ হাজার ১৫৫ জনের নাম। বিবেচনাধীনদের তালিকা প্রকাশের পর ওই জেলা থেকে বাদ পড়ল মোট ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫৩০ জনের নাম।

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-এর কাজ শুরু হওয়ার আগে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫২৯ জনের নাম ছিল। এসআইআর-এর খসড়া তালিকায় বাদ পড়েছিল ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার ৮৯৯ জনের নাম।

আজ পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে বৈঠকে জ্ঞানেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ রাজ্যের সব পর্যবেক্ষকের সঙ্গে বৈঠক করবেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। বৈঠকে পর্যবেক্ষকদের কাজকর্ম এবং প্রদত্ত রিপোর্ট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার কথা। বৈঠকে পর্যবেক্ষকদের কাছ থেকে সরাসরি রিপোর্ট নিয়ে পরবর্তী কৌশল নির্ধারণ করতে পারেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের অনেক বুথে পর্যাপ্ত পরিকাঠামো না-থাকায় অসন্তুষ্ট নির্বাচন কমিশন। কমিশনের বক্তব্য, বুথের পরিকাঠামো তৈরির কাজ রাজ্যের। বার বার বলা সত্ত্বেও রাজ্য ওই কাজে সদর্থক ভূমিকা নেয়নি বলে অভিযোগ। এ বার এই কাজের জন্য নবান্নকে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় একজন সচিব পদমর্যাদার আধিকারিক নিয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। ওই আধিকারিকেরা বুথের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখবেন।

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যেক বিধানসভার জন্য এক জন করে সাধারণ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছে কমিশন। পুলিশ পর্যবেক্ষকের সংখ্যাও অন্যান্য বারের তুলনায় অনেক বাড়ানো হয়েছে। সাধারণত পুলিশ জেলা বা কমিশনারেট পিছু এক জন পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এ বার তা বাড়িয়ে দ্বিগুণেরও বেশি করা হয়েছে।

প্রশাসনিক মহলের মতে, ভোট প্রক্রিয়ায় নজরদারি আরও শক্তিশালী করতে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

বাংলা মাগে কমল ফুল: রাজনাথ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মঙ্গলবার ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রের ছয় প্রার্থীর মনোনয়নে হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। ব্যারাকপুর স্টেশন থেকে চিড়িয়ামোড় প্রশাসনিক ভবন পর্যন্ত হুডখোলা গাড়িতে চেপে তিনি রোড শো করেন। নোয়াপাড়া, বীজপুর, নৈহাটি, ভাটপাড়া, জগদ্দল ও ব্যারাকপুর কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী যথাক্রমে অর্জুন সিং, সুদীপ্ত দাস, সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রাজেশ কুমার ও কৌস্তভ বাগচী, এই ছয় প্রার্থীর মনোনয়ন পেশে তিনি হাজির ছিলেন। হাজির ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। মনোনয়নপত্র পেশের আগে দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে ব্যারাকপুর স্টেশন সংলগ্নে আয়োজিত বিজয় সঙ্কল্প সভা থেকে পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের ডাক দেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।

তিনি বলেন, ‘তৃণমূল সরকার দুর্নীতিতে ডুবে গিয়েছে। বাংলার মানুষ পরিবর্তন চাইছেন।’ তাঁর ভাষণে দীর্ঘ অংশ জুড়ে ছিল

বন্দেমাতরম এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্তুতি। বন্দেমাতরম কিভাবে ব্রিটিশ শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করতে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, ভাষণে তিনি বারবার সেটাই তুলে ধরেন। সভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বংশধর বিজেপি প্রার্থী সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের হাত তুলে ধরে তাঁকে জেতানোর আহ্বান জানান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। তিনি বলেন, উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম বন্দেমাতরম এই সংগীত দেশের লোকদের একসূত্রে বেঁধেছে। ভাষণের মাঝে তিনি বাংলায় বলেন, ‘অনেক হয়েছে জোড়া ঘাসফুল, বাংলা মাগে কমল ফুল। জোড়া ঘাসফুল হবে ছারখার, দুর্নীতি থাকবে না আর। ফুটবে এবার পদ্মফুল, নতুন বাংলা গড়বে কমল ফুল।’ তৃণমূলকে নিশানা করে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, তৃণমূল সরকার পুরো দুর্নীতিতে ডুবে গিয়েছে। তৃণমূলের অর্থ হচ্ছে, টোটাল মিসরুল অ্যান্ড কোরাপশন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী দাবি করেন, বাংলায় লুট, অপহরণ, হত্যার ঘটনা লাগাতার ঘটেই চলেছে। মমতা ব্যানার্জি বাংলাকে কোন জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন! তৃণমূল নেতারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তি পুড়িয়ে দিয়েছিল। অথচ তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হল না। তাঁর অভিযোগ, বিশ্বভারতীর জমি পর্যন্ত দখল করে নেওয়া হচ্ছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সংযোজন, মমতাদি আপনি তিনবার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। কিন্তু বাংলায় জুলুম, অত্যাচার বেড়েছে। অন্য রাজ্যের তুলনায় আপনি বাংলাকে পিছিয়ে দিয়েছেন। আপনি স্লোগান দিয়েছেন, ‘বাংলা নিজের মেয়েকে চায়। তিন তিনবার বাংলা নিজের বেটিকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছে। অথচ সেই বেটি বাংলার ভাই-বোনদের ধোঁকা দিয়েছে।’

এদিকে বিজেপি প্রার্থীদের মনোনয়নে হাজির হয়ে পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি দিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেন, ‘৫৫ বছর আগের কথা পাকিস্তানকে মনে রাখা উচিত। ওরা কি করে দু’টুকরো হয়েছিল। আবার কিছু চেষ্টা করা হলে, পরিণতি কি হবে সেটা ওরাই বুঝতে পারবে।’

৩ সদস্যের কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ট্রাইব্যুনালের বিবেচনাধীন প্রক্রিয়ার জটিলতা কাটাতে তিন প্রাক্তন বিচারপতির কমিটি গড়ে দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল। সোমবারই সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল এই কমিটি গঠনের কথা। সেই মতো তিন সদস্যের কমিটি গড়া হল। সোমবার সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দেয়, ১৯টি আপিল ট্রাইব্যুনালের একই রকম প্রক্রিয়া অনুসরণ করা প্রয়োজন। সেই প্রক্রিয়া নির্ধারণের জন্য কমিটি গঠনের নির্দেশ দেয় শীর্ষ আদালত। হাইকোর্ট জানিয়েছে, ওই কমিটিতে থাকবেন কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি প্রদীপ্ত রায় এবং অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি প্রণবকুমার দেব। ট্রাইব্যুনালের ১৯ জন বিচারপতি কোন পদ্ধতি মেনে কাজ করবেন, সেটাই নির্ধারণ করবে কমিটি।

ডেডলাইন শেষের আগেই ইরানে হামলা শুরু ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৭ এপ্রিল: ট্রাম্পের বেঁধে দেওয়া সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই ইরানের প্রধান তৈলভান্ডার খার্গ আইল্যান্ডে হামলা শুরু হয়েছে বলে খবর। খার্গের ৫০টি সামরিক স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে মার্কিন বাহিনী।

ইরানের সংবাদসংস্থা মেহর প্রথম এই হামলার খবর প্রকাশ্যে আনে। তবে এই হামলায় ক্ষয়ক্ষতি কতটা হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। যদিও এই হামলার পাল্টা জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইরানও। সে দেশের রেভলিউশনারি গার্ড কোর জানিয়েছে, সংযম শেষ। তাদের দাবি, তারা আমেরিকা এবং তাদের বন্ধু দেশগুলির জ্বালানি পরিকাঠামো ধুলিসাৎ করতে পারে।

সাম্প্রতিক অতীতে ইরান এমন হামলা দেখেনি, যা আজ দেখবে। মঙ্গলবার রাতের মধ্যেই একটা সভ্যতার ধ্বংস হবে। এমনই ভাষায় ইরানকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। হরমুজ প্রণালী খোলার জন্য ইরানকে ৪৮ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন তিনি। জানিয়েছিলেন, মঙ্গলবার রাত ৮টার (আমেরিকার সময় অনুযায়ী। ভারতীয় সময়ে বুধবার সকাল সাড়ে ৬টা) মধ্যে যদি ইরান কথা না শোনে, তবে তেহরানকে নরকে পাঠানো হবে। তবে ট্রাম্পের হুঁশিয়ারির পর এখনও হরমুজ ‘অবরোধ’ করে রেখেছে ইরান। এদিকে সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই ফের এক বার সুর চড়ালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। একই সুর শোনা গেল আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের কণ্ঠেও। তিনি জানান, ইরান যদি ভাবে তারা হামলা চালিয়ে যাবে, তবে আমেরিকাও আরও জোরালো আঘাত হানতে পারে।

ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্পের পোস্টে ছত্রে ছত্রে হুঁশিয়ারি।

ইরানিদের সতর্কবার্তা

তেল আভিভ, ৭ এপ্রিল: আগামী ১২ ঘণ্টায় তাঁরা যেন কোনও ট্রেনসফর না করেন। শুধু তা-ই নয়, রেলস্টেশন বা রেললাইনের কাছাকাছি যেন না থাকেন। ইরানবাসীদের জন্য এমনই সতর্কবার্তা দিল ইজরায়েল বাহিনী। পার্সি ভাষায় এক বিবৃতি জারি করে ইজরায়েলি বাহিনী ইরানবাসীদের উদ্দেশে জানিয়েছে, নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে ট্রেন সফর এড়িয়ে চলুন। রেলস্টেশনের ধারেকাছে থাকবেন না। ট্রেন অথবা রেলস্টেশনগুলির কাছেপিঠে থাকলে তা হলে জীবন বিপন্ন হতে পারে।

হরমুজের ভবিষ্যৎ নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভোটাভুটি

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল: হরমুজ প্রণালীর ভবিষ্যত নিয়ে প্রশ্ন উৎতেই ইরান স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, হরমুজ তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এদিকে, ট্রাম্পের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি হরমুজ না খুললে ইরান ধ্বংস করে দেবে। কিন্তু তারপরেও মাথা নিচু করেনি তেহরান। এদিকে, ভারতের এখনও ১৬টি জাহাজ আটকে রয়েছে হরমুজে। ওই জাহাজগুলির নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

এই পরিস্থিতিতে হরমুজে জাহাজ চলাচল নিয়ে সতর্ক ভারত। ভারতীয় জাহাজে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হরমুজ প্রণালীর বাইরে মোতায়েন রয়েছে ভারতীয় নৌ-বাহিনী। এদিকে, হরমুজ প্রণালী নিয়ে ভোটাভুটি হওয়ার কথা রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে।

ভোটাভুটির আগে কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বিদেশ মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শংকর। কূটনৈতিক পথে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে চায় ভারত। এমনই বার্তা দিয়েছেন এস জয়শংকর। এর আগেও একাধিকবার ভারতের তরফে কূটনৈতিক পথে আলোচনার বার্তা দেওয়া হয়েছিল। খোদ প্রধানমন্ত্রী এই বার্তা দিয়েছিলেন। এখন ভোটাভুটিতে কী সিদ্ধান্ত হয়, সেদিকেই তাকিয়ে আন্তর্জাতিক মহল।

নিরাপত্তা পরিষদে হরমুজ প্রণালী নিয়ে ভোটাভুটির প্রস্তাব দিয়েছিল বাহারিন। গত এক মাসের বেশি সময় ধরে কার্যত অবরুদ্ধ হরমুজ প্রণালী। ভারত, পাকিস্তানের মতো বন্ধু দেশগুলির জন্য হরমুজ ইরানে খুলে দিলেও নিরাপত্তা নিয়ে জাহাজের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই গিয়েছে। ফলে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল বিপর্যস্ত হচ্ছে। তাই সদস্য দেশগুলোকে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সামরিক শক্তি প্রয়োগ করার অনুমতি দেওয়া উচিত। এমনই প্রস্তাব প্রথম আনে বাহারিন। তবে, সামরিক শক্তি প্রয়োগ নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য দেশগুলির মধ্যেই মতভেদ রয়েছে। সেক্ষেত্রে সামরক শক্তি প্রয়োগ নিয়ে ভারতের কী অবস্থান থাকে, সেদিকে নজর থাকবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি রইছুদ্দিন সেখ পিতা- ঁ ইসলাম সেখ গ্রাম ও পোষ্ট- বাঙ্গলঝি পি.এস চাপড়া জেলা- নদীয়া পিন- ৭৪১১২৩ আমার ২০০২ সালে ভোটার লিষ্টে নাম রুপচাঁদ সেখ আছে। আমার নতুন এপিক নং SLY 2273191 ও পুরাতন এপিক নং WB/11/073/ 456685, 12/8/2025 জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টের এফিডেভিট রুপচাঁদ সেখ ও রইছুদ্দিন সেখ উভয়ে একব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলাম।

Change of Name

I, **N ASHISH** S/o N V S Prasad, R/o at B R Nagar Puri Gate, P.O.- Hijli, P.S.- KGP(T), Dist.- Paschim Medinipur, PIN-721306, W.B. hereby solemnly affirm and declared that in my Driving Licence Vide No- 0013899 NT/KGP my & my father's name wrongly noted as **ASHIS** S/o **NV PRASAD** instead of my & my father's acctual / correct name with surname i.e. **N ASHISH** S/o N V S Prasad as declared before the Notary Public at Kharagpur vide affidavit no.- N/28, dated 20/01/2026. **ASHIS** S/o NV PRASAD and **N ASHISH** S/o N V S Prasad both are same & identical person.

AFFIDAVIT

I, Rajshree Chandak D/O Suresh Chandak residing at 13, Kyd Street, dayabati mansion, 7th Floor, Opposite MLA Hostel, Kolkata - 700016 do hereby declare vide affidavit no. 536 dated 07.04.2026 in the Court of the Judicial Magistrate 1st Class at Calcutta that my name has been recorded as Rajshree Chandak in all the educational certificates and other relevant government documents like Passport, Aadhar, PAN and Voter Card. By the virtue of this affidavit, I change my name from Rajshree Chandak to Latika Chandak for the reason of astrological purposes and henceforth from now onwards I will be known as Latika Chandak for all future purposes.

নাম-পদবী

আমি সেখ আসানুর জামান পিতা- সেখ আব্দুল জাব্বার নিবাস- গ্রাম + পোষ্ট-পিছলদহ থানা- শ্যামপুর জেলা-হাওড়া আদালতে, ইংরেজি ০৬-০৪-২০২৬ তারিখে এফিডেভিট দ্বারা স্বীকৃত হয়ে এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, সেখ আসানুর জামান পিতা সেখ আব্দুল জাব্বার ও সেখ আমানুর জামান পিতা জব্বার এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

AFFIDAVIT

I, **Sattar Mallik** S/O Mannan Mallik R/O Vill: Dhulia Pata, PO: Rakhajangle, PS: Kharagpur (L), Dist: Paschim Medinipur Pin: 721301 declare before 1st Class JM Kharagpur vide affidavit NO 4512 on 06.04.26 that Salin Khatun D/O Sattar Mallik (Father) & Salma Bibi (Mother) & Safia Parvin D/O Sattar Mallik (Father) & Salma Khatun (Mother) are same, one & identical Person.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৮ই এপ্রিল। ২৪শে চৈত্র, বুধ বার। ষষ্ঠী তিথি, মূলা নক্ষত্র। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরী শনি র মহাদশা ও বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই, সকাল ৮ /২৬ র পরে একপাদ পাদ দোষ।

মেষ রাশি : শুভ। বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। লৌহ মেশিনারি বা ইমারতির দ্রব্য ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : শশুর বাড়ির স্বজন আত্মীয় দ্বারা ছোট ভ্রমণের সুযোগ এবং তাদের দাঁড়ায় সম্মান বৃদ্ধির যোগ। আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতিবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য হতে সতর্ক থাকুন। আজকের দিনটা ভালো হলেও খুব সতর্ক থাকা ভালো। একসাথে পড়াশুনা করতেন এরকম বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বাড়িতে তালা দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, আপনার তাড়াহুড়োর কারণে মূল্যবান দ্রব্য কিছু দিন আগে ক্ষতি হয়েছে। ঋণ নি গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। বফন্ধু বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জলের মিস্ত্রি বাড়িতে আসলে আধার কার্ড বা পরিচয় পত্র নিতে ভুলবেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : ইলেকট্রিকাল দ্রব্য এসি, টিভি ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করছিলেন আজ শুভ দিন। পরিবারের আট বছরের নিচের কোনো শিশুর দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি গ্রোভবতী মায়েরা একটু সচেতন থাকুন। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার নি সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : সচেতনতা মূলক শান্তি। স্বামী স্ত্রী র গভীর আলোচনায় কেন তৃতীয় ব্যাক্তিকে টানছেন? লিভার, তলপেট, গলব্লাডার, নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা শুভ। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : বিষয় আসায় বিশেষ করে মৃত পিতার সম্প্রতি বা মৃত দাদুর সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ দেখা যাবে। আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : মনে এক আর মুখে এক, এই করলে বিপদ। প্রাণের বন্ধু আপনি যাকে ভাবতেন তিনি আপনাকে কেন এড়িয়ে চলছে? এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা ক্ষতির আশংকা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে দুঃখ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রাপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : কিছু শুভ। যাকে এতদিন শত্রু মনে করতেন আজ তিনি আপনার বন্ধু রূপে বিশেষ কোনো উপকার করবে। পরিবারের নাবালক আত্মীয় দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় নৈরাশ্য হতাশা কাটবে আনন্দ প্রাপ্তি। গুরুর মন্ত্র নিলেন কিন্তু পুজোপাঠ জপ-তপ এ আপনার মন নেই, তাহলে দৈব কৃপা কেমন করে পাবেন। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : স্বজন বান্ধব সহ আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আপনার মনে সেবা মূলক ভাব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সমাজে কোনো শুভ কিছু করার চিন্তা আজ আপনার রাশির উপ অতীব শুভ যোগ তৈরি করছে। হঠাৎ করে অর্থ প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : সতর্ক থাকুন। আজ ছোট ঘটনা নিয়ে যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সুখ কি করে আসবে? আজ সতর্ক বি থাকার দিন। প্রেমিক যুগল আজ কথা না রক্ষার জন্য ছোট বিবাদ বড় আকার নেবে। কোর্ট কেসে যে মামলাটি আছে আজ সেই বিষয় দুঃখ প্রাপ্তি হবে। গৌড় বর্ণের শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন।। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(আজ শুভ কর্ম শান্তিস্বস্তায়ন, অব্যুড়ান্ন, নামকরন, বাহন ক্রয় বিক্রয় । বিপন্যারম্ভ।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 06/04/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 9932 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Sirajul S/o. Sk Khokan সাং কানাইপুর, বালিগড়ি, তারকেশ্বর, হুগলী-৭১২৪১০, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতামহ/Grand Father Lutfar Ali Mallik S/o. Amir Ali Mallik & Lutfar Mallik S/o. Amir Ali Mallik একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন, যাহা 2002 সালের ভোটার লিস্টে, 185 Tarakeswar Assembly, Part No. 143, Sl. No. 606, Hooghly, এবং আমার পিতামহের সকল ডকুমেন্টে লিপিবদ্ধ আছে।

গত 06/04/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 9931 নং এফিডেভিট বলে আমি Sekh Jakir Ali S/o. Ahammed সাং কানাইপুর, বালিগড়ি, তারকেশ্বর, হুগলী-৭১২৪১০, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sekh Jakir Ali S/o. Ahammed, Sk Jakir Ali S/o. Ahammed Ali & Sekh Jakir Hosen S/o. Sekh Ahammed Ali এবং আমার পিতা Sekh Ahammad Ali S/o. Maolabaks একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি, যাহা আমার ও আমার পিতার সকল ডকুমেন্টে লিপিবদ্ধ আছে।

গত 06/04/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 9930 নং এফিডেভিট বলে আমি Khokan Ali Bokash S/o. Lt. Sekh Ahammad Ali, সাং কানাইপুর, বালিগড়ি, তারকেশ্বর, হুগলী-৭১২৪১০, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি আমি Khokan Ali Bokash S/o. Sekh Ahammad Ali, Khokan Ali Boksh S/o. Ahammad Ali Boksh, Sk Khokan Ali S/o. Sk Ahamd Ali, Sk Khokan Ali S/o. Sk Ahamd Ali এবং আমার পিতা Sekh Ahammad Ali S/o. Maolabaks একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি, যাহা আমার ও আমার পিতার সকল ডকুমেন্টে লিপিবদ্ধ আছে।

গত 01/04/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 8966 নং এফিডেভিট বলে আমি Manira Khatun W/o. Sk Samsul Haque & D/o. Sk Abdul Haque, R/o. Jagannath Para, Rosna, Pandua, Hooghly-712149, ঘোষণা করিয়াছি যে, 2002 সালের ভোটার লিস্টে (189 Pandua Assembly, Part No. 171, Sl. No. 393, Hooghly,) আমার নাম Maniba Khatun (মনিবা খাতুন) W/o. Samsul Rahaman (সামসুল রহমান) লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমি Manira Khatun ও Maniba Khatun (মনিবা খাতুন), আমার স্বামী Sk Samsul Haque, Samsul, Samsul Haque ও Samsul Rahaman (সামসুল রহমান) এবং আমার পিতা Sk Abdul Haque ও Abdul Haque সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 01/04/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 8965 নং এফিডেভিট বলে আমি Mafizur Rahaman S/o. Osifar Rahaman, R/o. Jagannath Para, Rosna, Pandua, Hooghly-712149, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Mafizur Rahaman S/o. Osifar Rahaman, Mafizur Rahaman S/o. Osifar Rahman & Majijur Rahaman (মজিজুর রহমন) S/o. Osifar Rahaman (অসিফর রহমান) একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি, যাহা 2002 সালের ভোটার লিস্টে, 189 Pandua Assembly, Part No. 171, Sl. No. 288, Hooghly, এবং আমার সকল ডকুমেন্টে লিপিবদ্ধ আছে।

গত 06/04/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 9887 নং এফিডেভিট বলে আমি Firoz Hosan Mondal S/o. Ismail Mondal, R/o. Jagannath Para, Rosna, Pandua, Hooghly-712149, ঘোষণা করিয়াছি যে, 2002 সালের ভোটার লিস্টে (189 Pandua Assembly, Part No. 171, Sl. No. 358, Hooghly,) আমার নাম Md. Firoz (মহঃ ফিরোজ) S/o. Ismail (ইসমাইল) লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমি Firoz Hosan Mondal S/o. Ismail Mondal ও Md. Firoz (মহঃ ফিরোজ) S/o. Ismail (ইসমাইল) সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 06/04/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 9889 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Abdul Karim S/o. Late Sk Abdul Khalek R/o. Jagannath Para, Rosna, Pandua, Hooghly-712149, ঘোষণা করিয়াছি যে, 2002 সালের ভোটার লিস্টে (189 Pandua Assembly, Part No. 171, Sl. No. 451, Hooghly,) আমার নাম Abdul Karim Sk (আব্দুল করিম সেখ) S/o. Abdul Khalek Sk (আঃ খালেক সেখ) লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমি Sk Abdul Karim S/o. Sk Abdul Khalek ও Abdul Karim Sk (আব্দুল করিম সেখ) S/o. Abdul Khalek Sk (আঃ খালেক সেখ) সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 01/04/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 8725 নং এফিডেভিট বলে আমি Nargis Begam W/o. Jobed Ali Halder, R/o. Sekendarpur, Puinan, Dadpur, Hooghly-712305, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Nargis Begam W/o. Jobed Ali Halder, Nargis Begam D/o. Abdul Khalil Sekh, Nargis Begam D/o. Khalil Rahaman & Nargis Halder W/o. Jobed Halder একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি, যাহা 2002 সালের ভোটার লিস্টে, 190 Polba Assembly, Part No. 65, Sl. No. 614, Hooghly, এবং আমার সকল ডকুমেন্টে লিপিবদ্ধ আছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 02/04/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 8913 নং এফিডেভিট বলে আমি Sabana Sultana W/o. Maidul Halder, R/o. Sekendarpur, Puinan, Dadpur, Hooghly-712305, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sabana Sultana W/o. Maidul Halder, Sabana Sultana D/o. Md Amjad Hossain এবং আমার পিতা Amjad Haldar & Md Amjad Hossain একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি, যাহা 2002 সালের ভোটার লিস্টে, 189 Pandua Assembly, Part No. 49, Sl. No. 410, Hooghly, এবং আমার সকল ডকুমেন্টে লিপিবদ্ধ আছে।

গত 06/04/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 9129 নং এফিডেভিট বলে আমি Mohammed Sanaul Islam S/o. Mohammed Yasin, R/o. Nowpara, Ballaldighi, Pandua, Hooghly-712135, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Mohammed Sanaul Islam S/o. Mohammed Yasin & Md Sanaul Islam S/o. Md Yasin, একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি, যাহা আমার সকল ডকুমেন্টে লিপিবদ্ধ আছে।

গত 06/04/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 9127 নং এফিডেভিট বলে আমি Mohammed Yasin (মহাম্মদ ইয়াসিন) S/o. Abul Hasem (আবুল হাসেম), R/o. Nowpara, Ballaldighi, Pandua, Hooghly-712135, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Mohammed Yasin, Eyasin Mahah (এয়াসীন মহাঃ) & Mohammed Yasin (মহাম্মদ ইয়াসিন) ও আমার পিতা Abul Hasem, Abul Hasim (আবুল হাসেম), Mohammed Abul Hasem, Ab Hasim & Hasem Mahah (হাসেম মহাঃ), একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি, যাহা 2002 সালের ভোটার লিস্টে, 189 Pandua Assembly, Part No. 104, Sl. No. 528, Hooghly, এবং আমার ও আমার পিতার সকল ডকুমেন্টে লিপিবদ্ধ আছে।

গত 07/04/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 10178 নং এফিডেভিট বলে আমি Badsha Mal S/o. Lt. Abdul Jalil Mal, সাং নিতকর, দাঁড়পুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Badsha Mal S/o. Abdul Jalil Mal, Badsha Mal S/o. Jalil Mal & Badsha Mal S/o. Jalal Mal, একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি, যাহা 2002 সালের ভোটার লিস্টে, 190 Polba Assembly, Part No. 174, Sl. No. 539, Hooghly, এবং আমার সকল ডকুমেন্টে লিপিবদ্ধ আছে।

গত 26/08/2025, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে 12613 নং এফিডেভিট বলে আমি Dharmendra Kumar Choudhary & Dharmendra Choudhary S/o. Ram Kripal Choudhary সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 07/04/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 10210 নং এফিডেভিট বলে আমি Hasib Rahaman ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Habibor Rahaman & F. Rahaman সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 02/04/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 9032 নং এফিডেভিট বলে আমি Subarna Bhattacharjee (old name) W/o. Dipankar Saha, D/o. Ajoy Krishna Bhattacharjee, R/o. Taldanga Govt. Colony, Buroshibtala, Chinsurah, Hooghly-712105, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Subarna Bhattacharjee নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Subarna Bhattacharjee Saha (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Subarna Bhattacharjee Saha & Subarna Bhattacharjee W/o. Dipankar Saha, D/o. Ajoy Krishna Bhattacharjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Shirsha Saha.

গত 04/02/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 4997 নং এফিডেভিট বলে আমি Arup Kumar Dey S/o. Sukumar Dey & Arup De S/o. S. De সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী শিখা পালিত, ২)শ্রীমতী রুমা পালিত ও ৩)শ্রীমতী সিউলি পালিত**, ১নং এর স্বামী এবং ২ ও ৩নং এর পিতা ৺চন্দন পালিত, সাকিম ২১, কৃষ্ট মল্লিক লেন বেলগাছিয়া, উল্টোডাঙ্গা, কোলকাতা-৭০০০৩৭, মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৯/০৮/২০১৭ তারিখে এ.আর.এ.-III, কোলকাতা, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-04847/2017 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রী কৃষ্ণপদ চৌধুরী**, পিতা ৺মাধব চৌধুরী, সাকিম বিডি-৬৭, সমর পল্লী, রাজারহাট গোপালপুর, মিলন বাজার, নিউ টাউন, উঃ ২৪পরগণা-৭০০১০২) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমি তপশীল- জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কেওটা, ৭ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৪৩২, ৭০৪, ৯৯৩, ১২৩৫, ১৯০৬ ও ২৯৬০ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. ৩৩১৭, ৩৩১৮ ও ৩৩২০ তথা হাল এল.আর. ৭৯৮০ নং দাগে ভিটি জমি ষোল আনায় ১৯৭ শতকের মধ্যে ০.২৮১৪ অংশে ০২ কাঠা ১৩ ছটাক সম্পত্তি, বিগত ইং ১২/০৩/২০২৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02828/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে শ্রী **বিশ্বজিৎ বৈদ্য** পিতা শ্রী ভরত বৈদ্য, সাকিম এন/৩১ কেওটা শ্যামসুন্দরপুর, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী বিশ্বজিৎ বৈদ্য** পিতা শ্রী ভরত বৈদ্য, মহাশয় তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পান্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি - **শ্রী কৃষ্ণপদ চৌধুরী**, আমমোক্তার

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **শ্রী গৌরব জানা** পিতা- শ্রী সীতারাম জানা সাং- ঘোল, পোঃ - চাউলখোলা, থানা- রামনগর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর বাদী কাঁথি ফার্স্ট ট্রাক ২য় আদালতে **MAT SUIT Case no. 153/2023** নং মোকর্দ্দমা বিবাদী **শ্রীমতী গীতারানী জানা** পিতা- প্রশান্ত মান্না সাং ভবানীপুর, পোঃ- সুভাষগ্রাম, থানা- সোনারপুর, জেলা- দঃ ২৪ পরগনা মহাশয়ার বিরুদ্ধে উত্থাপন করিলে আদালত হইতে পরপর দুইটি পৃথক পৃথক তারিখে সমন দ্বারা আদালতে হাজির হইবার জন্য নোটিশ দিলেও আদালতে বিবাদী পক্ষ উপস্থিত হন নাই। সেকারনে অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, আগামী ইং ২১/৪/২০২৬ তাং পরবর্তী ধার্য্য দিনে বিবাদী উপস্থিত পূর্বক কারন দর্শাইবেন। ইহা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি মারফৎ জানানো হইল।

বাদীপক্ষের উকিলবাবু
Subrata Ghosh (Advocate), Contai Court, Enrolment No. WB/1777/ 1999 Ph. 9735667911 (M)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী নির্মাল্য গোস্বামী** পিতা শ্রী নিমাই গোস্বামী, **২)শ্রীমত্যা সুচন্দ্রা গোস্বামী** স্বামী ৺রবীন গোস্বামী, **৩)শ্রীমতী সুদেষ্ণা গোস্বামী ওরফে সুদেষ্ণা গোস্বামী মজুমদার** স্বামী হৃষীকেশ মজুমদার, সকলের সাকিম চকবাজার, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, হাল সাকিম রাজাপুর, মোল্লা বেলিয়া, হরিণঘাটা, নদীয়া-৭৪১২৪৯, মহাশয়/ মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৭/০৩/২০১৯ তারিখে ডি.এস.আর-I হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00178/2019 নং আমমোক্তার দলিল বলে আমাদেরকে (**১)শ্রী বিশ্বজিৎ গাঙ্গুলী** পিতা ৺দুলাল গাঙ্গুলী, সাকিম মহেন্দ্র মিত্র রোড, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ ও **২)শ্রী বিজয় কাহার** পিতা কুশরাম কাহার, সাকিম বড়বাজার হোসেন গলি, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমরা তপশীল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা বালি, ৯ নং জে.এল ভুক্ত, আর.এস. ৮০৩ তথা হাল এল.আর. ৬০৫৯, ৭৪০৬ ও ৭৪০৭ নং খতিয়ান হইতে, আর.এস. ৩৪২২/৩৬৭৫ তথা হাল এল.আর. ৫০২৩ নং দাগে বাস্তু জমি তন্মধ্যে ১)বিগত ইং ২১/০৩/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03653/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী শাক্য গাঙ্গুলী** পিতা বিশ্বজিৎ গাঙ্গুলী, সাকিম মহেন্দ্র মিত্র রোড, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ মহাশয়কে ০২ কাঠা ১০ বর্গফুট ফাঁকা জমি, গ্রাউন্ড ফ্লোরে ঘরের কভার্ড এরিয়া ৮২৫ বর্গফুট ও দোকান ঘরের কভার্ড এরিয়া ১৩৮ বর্গফুট, একুনে মোট কভার্ড এরিয়া ৯৬৩ বর্গফুট ও ২)বিগত ইং ২৬/০৩/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03813/25 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী বিশাল কাহার** পিতা শ্রী বিজয় কাহার, সাকিম ৮৭ বড়বাজার পুরাতন লঞ্চ ঘাট, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১ মহাশয়কে ফার্স্ট ফ্লোরে অবস্থিত কভার্ড এরিয়া ৪৩০ বর্গফুট যাহার ৩৮৭ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত ক্রেতাদ্বয় **১)শ্রী শাক্য গাঙ্গুলী** পিতা বিশ্বজিৎ গাঙ্গুলী, ও **২)শ্রী বিশাল কাহার** পিতা শ্রী বিজয় কাহার, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা–চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন।ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **১)শ্রী বিশ্বজিৎ গাঙ্গুলী ও শ্রী বিজয় কাহার**, আমমোক্তার

বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তিএতদ্বারা অবগত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী সুমিতি ঝা, ঠিকানা E-1, 61/2, নিউ মণ্ডল পাড়া রোড, বেনের পোল, মহেশতলা, জেলা – দক্ষিণ ২৪ পরগনা, তিনি নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি অর্থাৎ ০১ (এক) কাঠা ০৮ (আট) ছটাক জমি সহ উহার উপর অবস্থিত প্রায় ১০০ বর্গফুট (কম-বেশি) নির্মিত স্থাপনা, যাহা মৌজা – মহেশতলা, জে.এল. নং ৫, Re. Sa. নং ৬৩, তৌজি নং ৬৬, আর.এস. দাগ নং ৫৭২ এর সঙ্গে সম্পর্কিত যা এল.আর. দাগ নং ৭০৮ এর সহিত সমন্বিত, এল.আর. খতিয়ান নং ৩১১১ এর অধীনে অবস্থিত, মহেশতলা পৌরসভার ১৭ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত, এ.ডি.এস.আর. অফিস, বেহালা এর অধিক্ষেত্রে, থানা – মহেশতলা, জেলা – দক্ষিণ ২৪ পরগনা। উক্ত সম্পত্তি তিনি শ্রী মোহন কয়াল, গোলক কয়াল, মদন কয়াল এবং লক্ষ্মী কয়াল এর নিকট হইতে, তাহাদের নিযুক্ত পাওয়ার অব অ্যাটর্নি ধারক শ্রী হেমন্ত ঝা এর মাধ্যমে, ১৩.১০.২০১৫ তারিখে সম্পাদিত এবং যথাযথভাবে নিবন্ধিত দলিলের মাধ্যমে ক্রয় করেন, যাহা ডি.এস.আর.-II, দক্ষিণ ২৪ পরগনা অফিসে নিবন্ধিত হয় এবং বুক নং I, ভলিউম নং ১৬০২-২০১৫, পৃষ্ঠা নং ১৫২৯৬৩ হইতে ১৫২৯৮১ পর্যন্ত, দলিল নং ১৬০২১০৬৯৫, সাল ২০১৫ হিসাবে লিপিবদ্ধ আছে। উক্ত সম্পত্তি আর.এস. পরচায় শ্রীমতী মঙ্গলা নস্কর এর নামে নথিভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে, তাহার পুত্র শ্রী মোহন কয়াল ১০.১২.২০০৯ তারিখে ১ম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট একটি হলফনামা প্রদান করেন, যাহাতে ঘোষণা করা হয় যে শ্রীমতী মঙ্গলা নস্কর ওরফে মঙ্গলা কয়াল ওরফে মঙ্গলা মণ্ডল ওরফে গৌরী মণ্ডল একই ও অভিন্ন ব্যক্তি। যদি কাহারও উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত কোনো দাবি, আপত্তি বা স্বার্থ থাকিয়া থাকে, তবে এই নোটিশের তারিখ হইতে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট উহা দাখিল করিবেন। অন্যথায়, উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হইবার পর কোনো দাবি বা আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইবে না।

দিব্যেন্দু চৌধুরী এন্ড অ্যাসোসিয়েটস (অ্যাডভোকেটস)
ইউনিট নং ১১ই, ১১তম তলা, ওলিসা হাউস, ৪, গভর্নমেন্ট প্লেস, কলকাতা – ৭০০০০১

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

বারুইপুরে মনোনয়ন ঘিরে উত্তাপ, মুখোমুখি দুই শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারুইপুর: দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর মঙ্গলবার সকালেই কার্যত রাজনৈতিক সংঘর্ষের মঞ্চে পরিণত হল। মনোনয়ন জমাকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকদের দুই মিছিল হঠাৎ মুখোমুখি পড়তেই পরিস্থিতি দ্রুত উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

সূত্রের খবর, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের মনোনয়ন মিছিল এগোচ্ছিল মহকুমা শাসকের দফতরের দিকে।

একই সময়ে তৃণমূল প্রার্থী গণেশ মণ্ডলের সমর্থকরাও সেখানে পৌঁছতে থাকেন। শুরু হয় বাগবিতণ্ডা, যা মুহূর্তে স্লোগান-যুদ্ধের রূপ নেয়। রূপার অভিযোগ, 'আগে থেকেই পরিকল্পনা করে আমাদের পথ রোখার চেষ্টা হয়েছে।' পাল্টা গণেশের দাবি, বিজেপি ইচ্ছে করেই অশান্তির পরিবেশ তৈরি করছে, মানুষ সব বুঝছে।

উত্তেজনার জেরে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়, কিছু সময়ের জন্য যান চলাচলও ব্যাহত হয়। পরে পুলিশ এসে দু' পক্ষকে সরিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ভোটের মুখে এই সংঘাত নতুন করে রাজনৈতিক আবহে উত্তাপ বাড়াল বলেই মত পর্যবেক্ষকদের।

সাঁতরাগাছিতে রাস্তা ইস্যুতে ক্ষোভ, ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি বাসিন্দাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, সাঁতরাগাছি: ভোটের মুখে উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন আরও একবার সামনে আনল সাঁতরাগাছির ঝিলপাড় এলাকা। হাওড়া স্টেশনের কাছেই অবস্থিত এই অঞ্চলে বেহাল রাস্তার প্রতিবাদে সরব স্থানীয়রা। ইতিমধ্যেই এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে 'ভোট বয়কটের ডাক, যা প্রশাসনের প্রতি গভীর অনাস্থার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। সামান্য যাতায়াতও হয়ে উঠেছে ঝুঁকিপূর্ণ। গত বছর কিছু মেরামতির কাজ শুরু হলেও তা বারবার থেমে গিয়েছে। কেন কাজ সম্পূর্ণ হল না, তার সদুত্তর মেলেনি বলেই দাবি স্থানীয়দের।

এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা অশোক প্রধান বলেন, 'রাস্তার যা অবস্থা, তাতে হাঁটাই দায়। দুর্ঘটনা হলে কোনও গাড়ি ঢুকতে পারে না। অসুস্থ মানুষকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াও বড় সমস্যা।' তাঁর সংযোজন, 'এই পরিস্থিতিতে আমরা কার্যত বঞ্চিত। তাই ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছি'।

অন্য এক বাসিন্দার কথায়, একজনের হাত ভেঙেছিল, কিন্তু সময়মতো হাসপাতালে পৌঁছানো যায়নি। বাইক নিয়ে ঢোকাও এখন অসম্ভব। ক্রমাগত দুর্ঘটনা ও ভোগান্তিতে ক্ষুব্ধ মানুষ এখন স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছেন, রাস্তা ঠিক না-হলে ভোট নয়। নির্বাচনের প্রাক্কালে এই ক্ষোভ প্রশাসনকে কতটা নাড়া দেয়, সেটাই এখন দেখার।

হলদিয়ায় মোদীর সভা ঘিরে জোর প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, হলদিয়া: ভোটের আবহে পূর্ব মেদিনীপুরে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়াতে বৃহস্পতিবার হলদিয়ায় জনসভা করতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৯ এপ্রিল সকাল সাড়ে ৯টায় হলদিয়া টাউনশিপের মাখনবাবুর বাজার সংলগ্ন হেলিপ্যাড ময়দানেই তাঁর সভা নির্ধারিত।

প্রশাসন ও দলীয় সূত্রে খবর, সভাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা ও জনসমাগমের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। স্থানীয় এক বিজেপি কর্মীর কথায়, 'প্রধানমন্ত্রীর সভা মানেই বিপুল মানুষের ঢল, আমরা প্রস্তুত।' অন্য দিকে, এলাকার এক বাসিন্দার মন্তব্য, 'সভা হলে এলাকার উন্নয়ন নিয়ে স্পষ্ট বার্তা আশা করছি।' নির্বাচনের আগে এই সভাকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। উপকূলবর্তী শিল্পাঞ্চল হলদিয়ায় দাঁড়িয়ে কী বার্তা দেন মোদী, তা ঘিরে আগ্রহ তুঙ্গে।

উত্তর হাওড়ায় মনোনয়ন পেশ উমেশের, জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: মনোনয়নের দিনেই উত্তর হাওড়ার রাজনৈতিক ময়দানে আত্মমগ্নতার ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করলেন বিজেপি প্রার্থী উমেশ রাই। ধর্মীয় বিশ্বাস ও জনসংযোগ; এই দুয়ের সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি ভোটারদের উদ্দেশে বার্তা দেন, 'কিছু মন্দিরে আমার অগাধ বিশ্বাস আছে। আমার ঈশ্বর, আমার মানুষ, আমার ভোটার; তাঁদের আশীর্বাদ নিয়েই আজ মনোনয়ন জমা দিতে এসেছি।'

দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'মানুষ আমাকে ৩০ বছর ধরে দেখছেন। তাঁদের ভরসা ছিল, কিন্তু সেই ভরসার সামনে সন্ত্রাসও দেখেছি।' গত পনেরো দিনে বাড়ি বাড়ি ঘোরার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'মানুষ খুব কষ্টে আছেন, তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করব।' এলাকার নিকাশি সমস্যাকে ইস্যু করে উমেশের কটাক্ষ, 'আধ ঘণ্টা বৃষ্টি হলেই উত্তর হাওড়ার ৯০ শতাংশ এলাকা জলে ডুবে যায়, এটাই ওদের রিপোর্ট কার্ড।' একই সঙ্গে ভোট প্রক্রিয়া নিয়েও তাঁর অভিযোগ, গত নির্বাচনে শুধু বোমা, সব হয়েছে। মানুষের বাড়ির দরজা বন্ধ করে ভোট হয়েছে।

শেষে তাঁর আবেদন, 'আমি মানুষের আশীর্বাদ চাইছি। মানুষই ঠিক করবে কে জিতবে।' এদিন মধ্য হাওড়ায় বিপ্লব মণ্ডল, বালিতে সঞ্জয় সিং, পাঁচলায় রঞ্জন পাল, দক্ষিণ হাওড়ায় শ্যামল হাতি, জগৎবল্লভপুরে অনুপম হাজরা ও শিবপুরে রুদ্রনীল ঘোষও মনোনয়ন জমা দেন।

হ্যাশট্যাগ ঘিরে তুমুল বিতর্ক, ভোটের আগে তীব্র তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের মুখে নতুন করে বিতর্কের কেন্দ্রে সোশ্যাল মিডিয়া। সোনারপুর দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী লাভলী মৈত্রর একটি পোস্ট ঘিরে সরগরম রাজনীতি। সেখানে ব্যবহৃত একটি হ্যাশট্যাগ নিয়েই আপত্তি তুলেছে ভারতীয় জনতা পার্টি।

বিজেপির অভিযোগ, এটি নিছক শব্দচয়ন নয়, এর পিছনে রয়েছে বিপজ্জনক মানসিকতা। তাদের দাবি, বাংলার স্বতন্ত্র পরিচয় ও নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এই ধরনের বার্তা। তবে তৃণমূলের তরফে পাল্টা সাফাই, বিষয়টি ইচ্ছাকৃত ভাবে বিকৃত করা হচ্ছে। নির্বাচনের আগে মিথ্যা ইস্যু তৈরি করে বিভ্রান্তি ছড়ানোই উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষুদ্র ইঙ্গিতও এখন বড় বিতর্কের রূপ নিচ্ছে। ভোটযুদ্ধ যত এগোচ্ছে, ততই ভাষা ও প্রতীকের লড়াই তীব্র হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত এই বিতর্ক ভোটে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা সময়ই বলবে।

২০২৬ সালে বাংলায় আরেকটা পরিবর্তন হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের উপস্থিতিতে মঙ্গলবার ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রের ছয় প্রার্থী ব্যারাকপুর প্রশাসনিক ভবনে মনোনয়ন পেশ করেন। পদ্ম শিবিরের লড়াকু সৈনিক তথা নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পঞ্চম উত্তরসুরী তথা নৈহাটি কেন্দ্রের প্রার্থী সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তরুণ ব্রিগেডের দুই প্রার্থী ভাটপাড়ার পবন কুমার সিং এবং বীজপুরের সুদীপ্ত দাস, প্রাক্তন পুলিশ কর্তা তথা জগদ্দলের প্রার্থী রাজেশ কুমার এবং বিশিষ্ট আইনজীবী তথা ব্যারাকপুর কেন্দ্রের প্রার্থী কৌস্তভ বাগচী এদিন মনোনয়নপত্র জমা দিলেন। মনোনয়নপত্র পেশের পর সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বলেন, ২০১১ সালে বামেদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাঁরা বাংলায় পরিবর্তন এনেছিলেন। ২০২৬ সালে বাংলায় আরেকটা পরিবর্তন হবে। তাঁর দাবি, বাংলায় নিশ্চিতরূপে ডবল ইঞ্জিন সরকার হবে। তিনি জানান, কুশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করার জন্য ব্যারাকপুরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং-কে আনা হয়েছিল। কারন, ব্যারাকপুরের মাটি বিদ্রোহের মাটি। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল এই ব্যারাকপুর থেকেই। ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন শহীদ মঙ্গলপান্ডে। প্রসঙ্গত, সোমবার দলীয় প্রার্থীর মনোনয়ন পেশে নৈহাটির আইসি-র গাড়িতে চেপে আসেন পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায়। সেইকারনে থানার আইসি মহাবীর বেরাকে কমিশন সাসপেন্ড করেছে। এপ্রসঙ্গে ব্যারাকপুরে বিজয় সংকল্প সভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে পুলিশ প্রশাসনকে সতর্ক করে নোয়াপাড়ার বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, নৈহাটি থানার আইসির গাড়িতে চেপে প্রশাসনিক ভবনে এসেছিলেন পুরপ্রধান অশোক চট্টোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সেই ছবি সংগ্রহ করে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। কমিশন বদলির বদলে সরাসরি নৈহাটি থানার ওসিকে সাসপেন্ড করেছে। বিজয় সংকল্প সভার মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বীজপুর কেন্দ্রের লড়াকু পদ্ম প্রার্থী সুদীপ্ত দাস বলেন, তৃণমূলের পতনের কাউন্ট ডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। এবার তৃণমূলের বিদায় নিশ্চিত। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা, আগামী ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত গেরুয়া ঝান্ডা কাঁধে আকড়ে রাখুন। তবে খেয়াল রাখতে হবে ঝান্ডার লাঠিটা যাতে একটু বড় থাকে।

তাঁর দাবি, বাংলার মানুষ চোর, দুর্নীতি, তোষণবাজ সরকারকে আর চাইছে না। বাংলার মানুষ পরিবর্তন চাইছেন। তাঁর কথায়, বাংলার মানুষ চাকরি চায়। বাংলার মানুষ পেটে ভাত চায়। মেরুদন্ড সোজা রেখে তৃণমূলের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে দলীয় কর্মীদের লড়াই করার পরামর্শ দিলেন বীজপুর কেন্দ্রের তরুণ ব্রিগেডের পদ্ম প্রার্থী। মনোনয়নপত্র জমা দেবার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ভাটপাড়া কেন্দ্রের তরুণ প্রার্থী পবন কুমার সিং দাবি করেন, তিনি জেতার ব্যাপারে একশো শতাংশ নিশ্চিত। তাঁর দাবি, বঙ্গে এবার বিজেপি সরকার আসবে। আর বিজেপি ক্ষমতায় এলে ভাটপাড়াবাসীর অসম্পূর্ণ কাজ তিনি সম্পন্ন করবেন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৮ এপ্রিল ২০২৬, ২৩ চৈত্র ১৪৩২ বুধবার

পাক-হুমকি ঘিরে ভোটের ময়দানে তপ্ত তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার নির্বাচনী আবহে হঠাৎই আন্তর্জাতিক রাজনীতির ছায়া। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর কলকাতা-হামলার মন্তব্য ঘিরে রাজ্যের ভোটমঞ্চে শুরু হয়েছে তীব্র বাকযুদ্ধ, যার কেন্দ্রে এখন জাতীয় নিরাপত্তা বনাম রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার প্রশ্ন।

উত্তর ২৪ পরগনার জনসভা থেকে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহ কড়া সুরে বলেন, ৫৫ বছর আগের ইতিহাস পাকিস্তানের মনে রাখা উচিত। আবার কিছু করার চেষ্টা করলে ফল কী হবে, তারা জানে। তাঁর এই মন্তব্যে স্পষ্ট, অতীতের যুদ্ধ-পরিস্থিতির ইঙ্গিত টেনে বার্তা দিতে চাইছে বিজেপি। অন্যদিকে, রাজ্যের শাসক শিবির সরাসরি প্রশ্ন তুলছে কেন্দ্রের নীরবতা নিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, কলকাতাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, অথচ প্রধানমন্ত্রী চুপ কেন? উপযুক্ত জবাব কোথায়? একই সুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আক্রমণ, দেশকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, আর কেন্দ্র শুধু রাজনৈতিক বক্তৃতায় ব্যস্ত।

যদিও জনসভায় মূলত রাজ্য সরকারের সমালোচনাতেই বেশি সময় ব্যয় করেন রাজনাথ, পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পাকিস্তান প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া দেন। বিজেপির অভিযোগ, অনুপ্রবেশের প্রশ্নে রাজ্য সরকার নমনীয়, তৃণমূলের পালটা দাবি, জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যুকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করছে কেন্দ্র। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই বিতর্ক শুধুই কূটনৈতিক মন্তব্য নয়, এটি ভোটের অঙ্কে আবেগের স্রোত টানার কৌশলও হতে পারে। এক প্রবীণ ভোটারের কথায়, দেশের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ থাকবেই, কিন্তু ভোটের আগে এসব হঠাৎ সামনে আসা নিয়েও প্রশ্ন থেকেই যায়। সব মিলিয়ে, সীমান্তের উত্তাপ এখন বাংলার ভোটমঞ্চেও ছড়িয়ে পড়েছে।

শ্যামপুকুরে তীব্র লড়াই, নারী নিরাপত্তা ও বস্তি উন্নয়নেই বাজি পূর্ণিমার

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুরে নির্বাচনী উত্তাপ ক্রমেই বাড়ছে। তৃণমূলের প্রভাবশালী প্রার্থী শশী পাঁজার বিরুদ্ধে বিজেপির মুখ পূর্ণিমা চক্রবর্তী সরাসরি জনজীবনের ইস্যুকেই অস্ত্র করছেন; বিশেষ করে নারী সুরক্ষা ও বস্তি উন্নয়ন।

প্রচারমঞ্চে তিনি দাবি করেছেন, মানুষ পরিবর্তন চাইছে। এত বছর ক্ষমতায় থেকেও এলাকার মূল সমস্যাগুলির সমাধান হয়নি। তাঁর অভিযোগ, বস্তি অঞ্চলে ন্যূনতম পরিকাঠামো আজও অধরাই,মানুষ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দিন কাটাচ্ছেন, উন্নয়ন কাগজেই সীমাবদ্ধ। নারী নিরাপত্তা প্রসঙ্গে আরও তীব্র সুর শোনা যায় তাঁর কণ্ঠে। একাধিক আলোচিত ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, মহিলাদের সম্মান রক্ষায় সরকার ব্যর্থ। অভয়ার মতো ঘটনার পরও প্রশাসনের সক্রিয়তা দেখা যায়নি।

বেকারত্ব নিয়েও ক্ষোভ উগরে দেন বিজেপি প্রার্থী। তাঁর কথায়, যুব সমাজ ভাতা নয়, সম্মানজনক কাজ চায়। পড়াশোনা করে মাসে সামান্য টাকায় বাঁচা সম্ভব নয়। তবে শুধু সমালোচনা নয়, প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছেন পূর্ণিমা। মানুষ সুযোগ দিলে বস্তির উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা, সব ক্ষেত্রেই বদল আনা হবে, দাবি তাঁর। শ্যামপুকুরে তাই লড়াই শুধু দুই প্রার্থীর নয়, এটি হয়ে উঠেছে উন্নয়ন বনাম অসন্তোষের সরাসরি মুখোমুখি সংঘর্ষ।

বুথে এজেন্ট বসা নিয়ে বিভ্রান্তি কাটাল কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের আগে হঠাৎই ছড়িয়ে পড়া এক বিতর্কে ইতি টানল নির্বাচন কর্তৃপক্ষ। বুথের ভিতরে পোলিং এজেন্টদের বসা নিয়ে নতুন বিধিনিষেধ জারি হয়েছে; এই খবর ঘিরে রাজনৈতিক মহলে যে সংশয় তৈরি হয়েছিল, তা একঝটকায় খারিজ করা হল সরকারি ব্যাখ্যায়।

মঙ্গলবার প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, 'এ ধরনের কোনও নতুন নির্দেশ আমরা দিইনি।' অর্থাৎ ভোটের দিন বুথে এজেন্টদের অবস্থান সংক্রান্ত যে বিধি এতদিন বলবৎ ছিল, সেটাই বহাল থাকছে। সাম্প্রতিক সময়ে একাংশের প্রচারে দাবি করা হচ্ছিল, ভোটগ্রহণের সময় এজেন্টদের বুথের ভিতরে বসার অনুমতি নাও মিলতে পারে। কমিশনের তরফে সেই বক্তব্যকে সরাসরি অস্বীকার করে বলা হয়েছে, পুরনো নির্দেশিকাই কার্যকর রয়েছে, কোনও পরিবর্তন হয়নি।

প্রশাসনিক মহলের মতে, নির্বাচনের আবহে গুজব ছড়ানো নতুন নয়। এক আধিকারিকের মন্তব্য, ভোট প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বিভ্রান্তি দূর করা অত্যন্ত জরুরি। রাজনৈতিক দলগুলির কর্মীদের মধ্যেও এই স্পষ্টীকরণে স্বস্তি ফিরেছে। ভোটের ময়দানে যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে নিয়মকানুন নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটানোই এখন কমিশনের প্রধান লক্ষ্য বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

শিক্ষকদের টিউশন ইস্যুতে কড়া হাইকোর্ট, তিন সপ্তাহে রাজ্যের রিপোর্ট তলব

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি ও সরকারপোষিত স্কুলের শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধে রাজ্যের বাস্তব পদক্ষেপ নিয়ে প্রশ্ন তুলল আদালত। সোমবার শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্ট সরাসরি জানতে চেয়েছে, ২০১৮ সালের নিষেধাজ্ঞা জারি থাকার পরও কেন মাটিতে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না।

প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, নির্দেশিকা থাকলেই হবে না, প্রয়োগ কোথায়? আদালতের প্রশ্নে কার্যত অস্বস্তিতে রাজ্যের প্রতিনিধিরা। তিন সপ্তাহের মধ্যে বিস্তারিত হলফনামা জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মামলাকারী সংগঠনের আইনজীবীর দাবি, প্রতিটি জেলায় টিউশন করা শিক্ষকদের তালিকা দেওয়া হয়েছিল। তবু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাঁর কথায়, কোচিং সেন্টারের প্রসার নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে। আদালত আরও জানতে চায়, সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আদৌ কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কি না। সরকারি পক্ষের জবাব, এই মুহূর্তে সেই সংক্রান্ত নথি আদালতে পেশের জন্য প্রস্তুত নয়। শিক্ষা ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও নৈতিকতা, এই দুই প্রশ্নকে সামনে এনে মামলাটি নতুন করে গুরুত্ব পেল বলেই মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

প্রথম দফাতেই ভিড় প্রার্থীর, ভোটের আগে বাড়ছে উত্তাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচনের ময়দানে প্রথম ঘণ্টা বাজতেই সংখ্যার নিরিখে নজির গড়ল বাংলা। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-এর প্রথম দফায় ১৫২টি আসনে লড়তে নাম লিখিয়েছেন ১,৫৮৬ জন প্রার্থী, যা স্পষ্টতই প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্রতা বাড়াচ্ছে।

নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিকের কথায়, মনোনয়নপত্রের সংখ্যা ২,৩০৮, অনেকেই একাধিক আসনে ফাইল করেছেন, যাতে ঝুঁকি কমানো যায়। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে খতিয়ে দেখার প্রক্রিয়া, ৯ এপ্রিল পর্যন্ত রয়েছে নাম প্রত্যাহারের সুযোগ। ২০১১ বা ২০২১-এর তুলনায় এ বার প্রার্থীর সংখ্যা বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দলীয় টিকিটের চাপ এবং নির্দল প্রার্থীদের সক্রিয়তাই এই বৃদ্ধির মূল কারণ।

জেলা চিত্রেও বৈচিত্র্য স্পষ্ট। কোথাও ২০-এর বেশি প্রার্থী, কোথাও আবার হাতে গোনা কয়েকজন। তবে এই অসম বণ্টনই ইঙ্গিত দিচ্ছে, প্রতিটি কেন্দ্রে লড়াইয়ের ধরন আলাদা হতে চলেছে। ভোট ২৩ এপ্রিল, ফল ৪ মে। তার আগে সংখ্যার এই বহরই বলে দিচ্ছে, এ বার লড়াই শুধু দল বনাম দল নয়, বহুস্তরীয় প্রতিযোগিতার মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাংলা।

ময়দানে দগ্ধ যুবতীর মৃত্যু, ধৃত পরিচিত ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ময়দানের বুকে ভয়াবহ ঘটনার পর শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারালেন এক যুবতী। ব্যক্তিগত বিরোধের জেরে তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তাঁরই পরিচিত এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে।

ঘটনা ৩ এপ্রিলের। ইডেন গার্ডেন্স সংলগ্ন এলাকায় জ্বলন্ত অবস্থায় ওই তরুণীকে দেখতে পান স্থানীয়রা। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও শরীরের অধিকাংশ অংশ দগ্ধ হওয়ায় অবস্থা ছিল আশঙ্কাজনক। মৃত্যুর আগে চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে দেওয়া বয়ানে তিনি জানান, 'ওই ব্যক্তি আমার গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়।' সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, মহিলার জবানবন্দিই তদন্তের মূল সূত্র। অভিযুক্তকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরদিনই সন্দেহভাজনকে আটক করা হয় এবং আদালতে তোলা হলে পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ মেলে। প্রাথমিক ভাবে খুনের মামলা রুজু হলেও তদন্তে কিছু অসঙ্গতি উঠে এসেছে বলেও জানানো হয়েছে। ঘটনার নৃশংসতায় শোক ও ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকায়।

আজ ভবানীপুরে মনোনয়ন, সম্প্রীতির বার্তা বাজি মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচনী আবহে প্রতীকী বার্তা দিতেই এবার পথ বেছে নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকে ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে তাঁর মনোনয়ন জমা ঘিরে তৈরি হচ্ছে বহুধর্মী মিছিলের আবহ।

শাসকদল সূত্রে ইঙ্গিত, এই কর্মসূচি শুধুমাত্র রাজনৈতিক আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং সামাজিক সহাবস্থানের এক প্রদর্শনী। গুজরাতি, পঞ্জাবি, মারওয়ারি থেকে শুরু করে মুসলিম সম্প্রদায়, সবাইকে এক মঞ্চে আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এলাকার বহুত্ববাদী চরিত্রকে সামনে রেখেই এই কৌশল বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

মনোনয়ন জমার পথে আলিপুর পর্যন্ত পদযাত্রায় অংশ নেবেন দলীয় নেতৃত্ব ও সাধারণ মানুষ। প্রস্তাবকদের তালিকাতেও সেই বৈচিত্র্যের ছাপ রাখার চেষ্টা। ৭১ নম্বর ওয়ার্ডের এক নেতা বলেন, 'দিদি সবসময় সব সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে চলেন। এই মনোনয়নেও সেই ছবিটাই ফুটে উঠবে।' রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, বিরোধীদের 'মেরুকরণ' অভিযোগের পালটা হিসেবে এই উদ্যোগ,এক ঢিলে দুই পাখি, বার্তা ও ভোট, দুটোই ধরার চেষ্টা।

মঙ্গলবার সল্টলেক অফিসে ক্যানিং থেকে আসা বহু তৃণমূল কর্মী বিজেপিতে যোগদান করলেন। শুভেন্দু অধিকারীর হাত থেকে বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নিলেন। ছবি: অদিতি সাহা

তারকা প্রচারে জোর কংগ্রেসের, বাংলায় আসছেন শীর্ষ নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবার বাংলার ভোটযুদ্ধে মরিয়া লড়াইয়ের ইঙ্গিত দিল তারকা প্রচারকদের তালিকা প্রকাশ করে। দীর্ঘদিন পর একক লড়াইয়ে নেমে রাজ্যের ২৯৪টি আসনেই প্রার্থী দেওয়ার পাশাপাশি জাতীয় নেতৃত্বকে সামনে রেখে সংগঠন ঝালিয়ে নিতে চাইছে হাত শিবির।

তালিকায় রয়েছেন সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢ়রা-সহ শীর্ষ নেতারা। সঙ্গে আছেন মল্লিকার্জুন খাড়গে ও অন্যান্য অভিজ্ঞ মুখ। মোট ৪০ জনকে প্রথম দফার প্রচারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। প্রদেশ নেতৃত্বের বক্তব্য, 'হেভিওয়েটদের মাঠে নামিয়ে আমরা লড়াইকে নতুন গতি দিতে চাইছি।' একইসঙ্গে শুভঙ্কর সরকার বলেন, 'মানুষ এখন বিকল্প খুঁজছে। উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের রাজনীতি ফিরিয়ে আনাই আমাদের লক্ষ্য।'

দলীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, দ্রুত ইস্তেহার প্রকাশ করে জোর প্রচারে নামবে কংগ্রেস। লক্ষ্য, প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে সংগঠনকে পুনরুজ্জীবিত করা।

লুডোর বোর্ডে ভোটের লড়াই, ডিজিটাল খেলায় নতুন সমীকরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটের বাজারে প্রচারের ভাষা বদলাচ্ছে দ্রুত। এবার সেই বদলের কেন্দ্রে উঠে এল একেবারে ঘরোয়া খেলা, লুডো। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে 'সাপ-সিঁড়ি'র ছকে রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দিতে নতুন কৌশল নিয়েছে শাসক শিবির।

দলীয় সূত্রে দাবি, খেলার মধ্য দিয়েই মানুষকে উন্নয়নের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। মোবাইলের স্ক্রিনে ঘুঁটি এগোলেই কখনও সামনে আসছে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের কথা, কখনও আবার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগের ঝাঁপি। বিশেষত মহিলাদের জন্য চালু প্রকল্পগুলি তুলে ধরতেই জোর দেওয়া হয়েছে এই ভার্চুয়াল খেলায়। তবে বিরোধীদের মতে, বিষয়টি মোটেই নিরীহ নয়। এক বিজেপি নেতা স্পষ্ট ভাষায় বলেন, এই ধরনের প্রচার আসলে বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা। মানুষ এর জবাব ভোটবাক্সেই দেবে।

বাম শিবিরের এক নেতার কটাক্ষ, রাজনীতিকে খেলায় নামিয়ে আনা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সাধারণ মানুষই। অন্যদিকে কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া আরও তীব্র, দুই বড় দলই এখন সাপ-সিঁড়ির খেলায় মেতেছে।

ডিএ মেটাতে তৎপর নবান্ন, নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বকেয়া মহার্ঘভাতা নিয়ে দীর্ঘ টানাপোড়েনের মাঝে অবশেষে সক্রিয় হল নবান্ন। রাজ্যের সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাছে শিক্ষক ও কর্মীদের বিস্তারিত তথ্য চেয়ে পাঠানো হয়েছে জরুরি নির্দেশ।

উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, শুধু বর্তমান কর্মী নন, অবসরপ্রাপ্তদের তথ্যও জমা দিতে হবে নির্দিষ্ট ফরম্যাটে। লক্ষ্য, ২০১৬ থেকে ২০১৯ সময়কালের আর্থিক হিসাব নির্ভুল ভাবে নির্ধারণ করা। এক প্রশাসনিক আধিকারিকের কথায়, প্রতিটি তথ্য যাচাই করে ডাটাবেস তৈরি করতে হবে, যাতে কোনও অসঙ্গতি না-থাকে। ডিডিও মারফত নথি যাচাইয়ের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই ডিএ ইস্যুতে ক্ষোভে ফুঁসছেন কর্মীদের একাংশ। এক শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধি বলেন, এই প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ হলে বকেয়া পাওয়ার আশা বাড়বে। প্রশাসনের অন্দরে মত, এই উদ্যোগ শুধু হিসাবনিকাশ নয়, বরং ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্তের ভিত্তি গড়ার প্রস্তুতি।

ভোটের চাপে পিছোল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা, ক্ষোভে ফুঁসছে ছাত্রমহল

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচনী প্রস্তুতির অভিঘাত এবার সরাসরি পড়ল উচ্চশিক্ষায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকস্তরের প্রথম সেমেস্টারের নির্ধারিত পরীক্ষা স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিতেই ছাত্রমহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানানো হয়েছে, ১৩ এপ্রিলের পর নির্ধারিত পরীক্ষাগুলি আপাতত হচ্ছে না। কারণ হিসেবে উঠে এসেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দখলে বহু কলেজ ভবন, পাশাপাশি নির্বাচনী কাজে শিক্ষক ও কর্মীদের ব্যাপক নিয়োগ। ফলে পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

ছাত্র সংগঠনগুলির ক্ষোভ স্পষ্ট। এক ছাত্রনেতার কথায়,

'নির্বাচনের নামে আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে।' তাঁর অভিযোগ, ইউজিসির সময়সীমা মানা তো দূরের কথা, আট মাস দেরিতে শুরু হওয়া পরীক্ষাও আবার পিছোচ্ছে। অন্যদিকে অধ্যক্ষ মহলের একাংশ বলছেন, এই পরিস্থিতিতে পরীক্ষা নেওয়া বাস্তবসম্মত ছিল না, সিদ্ধান্তটা স্বস্তি দিয়েছে। তবে বিকল্প ব্যবস্থার অভাব নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। এখন নজর, নতুন সূচি কবে ঘোষণা করে বিশ্ববিদ্যালয়।

কালীঘাটে কঙ্গনা, বাংলার মঙ্গলে প্রার্থনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গ ভোটের ময়দানে নামার আগে আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়ায় সূচনা করলেন কঙ্গনা রানাওয়াত। মঙ্গলবার কালীঘাট মন্দির প্রাঙ্গণে পুজো দিয়ে বাংলার মানুষের মঙ্গল কামনা করেন তিনি।

শাড়ি ও গয়নায় সজ্জিত অভিনেত্রী প্রথমে কালীমন্দিরে, পরে নকুলেশ্বর ভৈরব মন্দিরে পূজা দেন। মন্দির থেকে বেরিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'আমি মা শক্তির উপাসক। আজ বাংলার মানুষের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করলাম।' বিশেষ করে নারীদের প্রসঙ্গে কঙ্গনার মন্তব্য, 'বাংলার মহিলা ও কন্যারা যেন ন্যায় পায়, সেই কামনাই করেছি।'

দীর্ঘ অপেক্ষার শেষে কি মুক্তি মিলবে সুদীপ্তর?

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় পেরিয়ে গিয়েছে, তবু বিচারপ্রক্রিয়া শুরু না-হওয়ায় প্রশ্নের মুখে গোটা তদন্ত ব্যবস্থাই। সুদীপ্ত সেনের জামিন মামলায় শুনানি শেষ করে রায় স্থগিত রেখেছে কলকাতা হাইকোর্ট। তবে আদালতের পর্যবেক্ষণেই স্পষ্ট, পরিস্থিতি বদলানোর ইঙ্গিত মিলছে।

শুনানিতে বিচারপতির কড়া মন্তব্য, ২০১৪ সালে চার্জশিট, অথচ এখনও ট্রায়াল শুরু হয়নি! এইভাবে কাউকে আটক রাখা যায়? তদন্তের ধীরগতিতে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সংস্থার ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে। আদালত আরও জানায়, জামিন পেলে আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়ায় গতি আসতে পারে। বিচারপতির স্পষ্ট নির্দেশ, বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ও বকেয়ার পূর্ণ হিসেব আদালতে জমা দিতে হবে।

শুক্রবার পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টির দাপট, জারি সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে আপাতত গরমে বিরাম। তবে স্বস্তির সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ছে দুশ্চিন্তা, কারণ শুক্রবার পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, নিম্নস্তরের ঘূর্ণাবর্ত ও অক্ষরেখার প্রভাবে বায়ুমণ্ডলে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। এক আধিকারিকের কথায়, বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে, তাই আগামী কয়েকদিন ঝড়বৃষ্টি চলবে। আজ থেকেই দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বুধবার পরিস্থিতি আরও তীব্র হতে

পারে, কিছু জেলায় ঘণ্টায় ৬০-৭০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। বৃহস্পতিবার কলকাতা-সহ পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল।

উত্তরবঙ্গেও একই ছবি। দার্জিলিং থেকে কোচবিহার, বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি রয়েছে। আবহাওয়াবিদদের সতর্কবার্তা, বিকেল ও সন্ধ্যায় কালবৈশাখীর ঝুঁকি বেশি, অপ্রয়োজনে বাইরে না-থাকাই ভালো। সপ্তাহান্তে বৃষ্টি কমলেও আপাতত প্রকৃতির এই অস্থির মেজাজই রাজ্যের আবহাওয়ার প্রধান সুর।

সম্পাদকীয়

খারিজ জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব, ব্যাকফুটে শাসক দল

নাটক শেষ। প্রত্যাশা মতোই পত্রপাট খারিজ হল ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব। দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে দায়িত্ব থেকে সরানোর প্রস্তাব বা ইমপিচমেন্ট নোটিসকে সরাসরি খারিজ করে দিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সিপি রাধাকৃষ্ণণ। এই প্রস্তাব আনার মুল হোতা ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। এসআইআর নিয়ে বাজার গরম করতে দিল্লি পৌঁছে গিয়েছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তখনই এই ছক কষা হয়। সরল পাটি গণিতের নিয়মই বলে দেয়, এটা বাস্তবে কোনওদিন সম্ভব নয়। আর হলও তাই। কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, ডিএমকে এবং তৃণমূল। মিলিত ভাবে এই নোটিস জমা দেয়। কিন্তু সেই নোটিসকে গ্রহণ না-করার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়। গত ১২ মার্চ মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের অপসারণ চাই, এই দাবিকে সামনে রেখে নোটিস দেওয়া হয় সংসদের দুই কক্ষে। এর আগে গত ৩ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার সংসদের দুই কক্ষের দলীয় সাংসদদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনতে প্রস্তুতি নিতে বলা হয় সাংসদদের। শোনা যায়, এর নিশ্চিত পরিণতি জেনে দলের অনেক সাংসদই এটা আনতে চাননি। কিন্তু নেত্রীকে সেটা কে বলবে? অগত্যা ফের আর এক দফা মুখ পুড়ল বিরোধীদের। আর তৃণমূলনেত্রীর নাছোড়বান্দা মনোভাবের সঙ্গী হতে গিয়ে বাকিরাও এখন বিরক্ত। বিষয়টা হল, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার একটি সাংবিধানিক পদ।।সেই সাংবিধানিক পদে কেউ থাকলে, তাঁর বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনতে গেলে অন্তত ১০০ জন সাংসদের সই লাগে। লোকসভা এবং রাজ্যসভা মিলিয়ে তৃণমূলের সাংসদ সংখ্যা এই মুহূর্তে ৪১ জন। ফলে তাঁদের একার ক্ষমতায় এসব হবে না। অতএব, তাঁরা বিজেপি বিরোধী জোট শরিকদের কাছে হাত পাতে। তাতে কিছুটা সাড়াও মেলে। জ্ঞানেশকে অপসারণের সেই নোটিসে দুই কক্ষ মিলিয়ে ১৯৩ জন বিরোধী সাংসদ সই করেন। কিন্তু এটা তো প্রস্তাব। আর সেখানেই তৃণমূলের জারিজুরি শেষ।

শব্দছক ১২৪

রবি দাস

পাশাপাশি: ১. হৃদয় ৩. প্রতিহতকরণ ৫. শ্রীকৃষ্ণ ৬. ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি যার ৭. খুব জোরে হাওয়া প্রবাহের ভাবশব্দ ৯. বক্তা ১০. দাদা বা ভাই-এর পুত্র ১২. বড় মন্দিরা ১৪. শোণিত ১৫. মুসলমান নৃপতি ১৭. মনের ভার প্রকাশন ১৮. অসুর দনুর পুত্র

ওপর-নিচ: ১. আজ ২. ভগবান নারায়ণ ৩. অসাড় ৪. প্রকৃতি ৬. ব্রাহ্মমুহূত ৮. ভীষণ মজবুত ১১. নির্দেশ বা আদেশ ১২. পেন-এর বাংলা অর্থ ১৩. নবাব-এর তাচ্ছিল্য উচ্চারণ ১৬. হাতি

সমাধান ১২৩ — পাশাপাশি: ১. অথবা ৩. গাত্রদাহ ৬. সুতলি ৭. দার ৮. পালকি ১০. গান ১১. কলা ১৩. পালাক্রম ১৫. মমতাজ ১৭. হিম ২০. হাবা ২১. ভাষণ ২২. শ্বাস ২৪. হাভাত ২৫. সংসার ২৬. রজনী

ওপর-নিচ: ১. অর্দ্ধপাক ২. বাসুকি ৩. গালিগালাজ ৪. দাদা ৫. হরষ ৯. ললাম ১১. নক্র ১৩. পাতাবাহার ১৪. মহিষ ১৬. মহা ১৮. মনমানী ১৯. প্রশ্বাস ২১. ভীতর ২৩. সং

আজকের দিন

- ১৮৫৭— ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য ভারতীয় সিপাহী মঙ্গল পান্ডেকে ব্যারাকপুরে ফাঁসি দেওয়া হয়।
- ১৯২৯ — বিপ্লবী ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত ব্রিটিশদের দমনমূলক আইনের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় বিধানসভায় বোমা নিক্ষেপ করেন।
- ১৮২০ — এজিয়ান দ্বীপ মেলোসে এই বিখ্যাত প্রাচীন গ্রিক মূর্তিটি আবিষ্কৃত হয়েছিল।

জন্মদিন

আল্লু অর্জুন

১৯২৪ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী কুমার গন্ধর্ভের জন্মদিন।*

১৯৭৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সি বিজয়ভাস্করের জন্মদিন।*

১৯৮২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা আল্লু অর্জুনের জন্মদিন।*

‘আন্দামানের গভীরে জ্বালানি-সন্ধান’

সুদীপ ঘোষ

বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে জীবাশ্ম জ্বালানি বা হাইড্রোকার্বন কেবল শিল্পোৎপাদনের চালিকাশক্তি নয়, বরং এটি একটি রাষ্ট্রের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং ভূ-কৌশলগত অবস্থানের অন্যতম প্রধান নির্ণায়ক। ভারতের মতো উন্নয়নশীল এবং দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির ক্ষেত্রে জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টি একটি অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করেছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম জ্বালানি উপভোক্তা দেশ হওয়া সত্ত্বেও ভারত তার অপরিশোধিত তেলের চাহিদার প্রায় ৮৭ শতাংশ এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদার প্রায় ৫০ শতাংশ আমদানির মাধ্যমে পূরণ করে থাকে। এই বিপুল পরিমাণ আমদানি নির্ভরতা দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের মূল্যের সামান্যতম তারতম্য, পশ্চিম এশিয়া বা পূর্ব ইউরোপের ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা, এবং বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে (সাপ্লাই চেইন) কোনো প্রকার ব্যাঘাত ঘটার ফলে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পায় এবং দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় বা চলতি খাতের ঘাটতি (কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট) ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতের বার্ষিক তেল আমদানি বিল ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে, যা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতিকে শ্লথ করার একটি অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

এই কাঠামোগত দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অভ্যন্তরীণ হাইড্রোকার্বন উৎপাদনের হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে একাধিক নীতিগত সংস্কার সাধন করেছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো ‘হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান এবং লাইসেন্সিং নীতি’ (হাইড্রোকার্বন এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড লাইসেন্সিং পলিসি বা হেল্প) এবং এর অধীনস্থ ‘উন্মুক্ত এলাকা লাইসেন্সিং নীতি’ (ওপেন অ্যাকরেজ লাইসেন্সিং পলিসি বা ওএএলপি)। এই নতুন নীতির মাধ্যমে পূর্ববর্তী কঠোর ও আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শিথিল করে অনুসন্ধানকারী সংস্থাগুলোকে ‘জাতীয় তথ্য ভাণ্ডার’ (ন্যাশনাল ডেটা রিপোজিটরি)-এর ভূতাত্ত্বিক উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজেদের পছন্দমতো এলাকা বা ব্লক বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এই নীতিগত পরিবর্তনের ফলেই ভারতের মানচিত্রে দীর্ঘদিন ধরে অনাবিষ্কৃত এবং ‘নিষিদ্ধ অঞ্চল’ বা ‘নো-গো এরিয়া’ হিসেবে পরিচিত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পার্শ্ববর্তী সামুদ্রিক অববাহিকা নতুন করে হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ভারতের মোট একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলের (এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন বা ইইজেড) একটি বিশাল অংশ এই আন্দামান সাগরে অবস্থিত, যা ভূতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে জ্বালানি মজুতের জন্য অত্যন্ত সম্ভাবনাময় বলে মনে করা হচ্ছে।

আন্দামান অববাহিকায় জ্বালানি অনুসন্ধান কোনো সাধারণ ভূ-তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি প্রযুক্তিগত এবং প্রকৌশলগত দিক থেকে চরম উৎকর্ষের দাবি রাখে। এই অঞ্চলে যে গভীরতায় অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে, তাকে পরিভাষায় ‘অতি-গভীর জলভাগ’ (আল্ট্রা-ডিপওয়াটার) বলা হয়, যা সাধারণত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৫০০ মিটার বা তারও বেশি গভীরতায় অবস্থিত। এই স্তরে হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধান অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং ঝুঁকিপূর্ণ। সমুদ্রের তলদেশের এই গভীরতায় সূর্যের আলো পৌঁছায় না, জলের হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপ থাকে স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপের বহুগুণ বেশি, এবং তাপমাত্রা থাকে হিমাঙ্কের কাছাকাছি। এই চরম প্রতিকূল পরিবেশে খননকার্য চালানোর জন্য বিশেষায়িত ‘ড্রিলশিপ’ (খননকারী জাহাজ), ‘ডায়নামিক পজিশনিং সিস্টেম’ (যা সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যেও জাহাজকে নির্দিষ্ট স্থানে স্থির রাখে), এবং ‘রিমোটলি অপারেটেড ভেহিকেল’ (দূরনিয়ন্ত্রিত জলমগ্ন রোবট) ব্যবহার করা অপরিহার্য। এই যান্ত্রিক সরঞ্জামগুলোকে সমুদ্রের তলদেশের চরম চাপ এবং সামুদ্রিক স্রোতের নিরবচ্ছিন্ন ঘর্ষণ সহ্য করে কাজ করতে হয়। ফলস্বরূপ, মূল ভূখণ্ড বা অগভীর সমুদ্রের তুলনায় অতি-গভীর জলভাগে একটি মাত্র পরীক্ষামূলক কূপ খনন করতে কয়েক মিলিয়ন ডলার ব্যয় হয় এবং প্রযুক্তিগত ব্যর্থতার ঝুঁকি থাকে অত্যন্ত বেশি। ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা এবং পরীক্ষামূলক খননের প্রাথমিক উপাত্ত থেকে আন্দামান অববাহিকায় বিপুল পরিমাণ হাইড্রোকার্বন, বিশেষত প্রাকৃতিক গ্যাসের উপস্থিতির ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। দ্বিমাত্রিক (টু-ডি) এবং ত্রিমাত্রিক (থ্রি-ডি) ভূকম্পন সমীক্ষা (সিসমিক সার্ভে) থেকে সমুদ্রের তলদেশে পুরু পাললিক শিলার স্তরের সন্ধান মিলেছে, যা হাইড্রোকার্বন সৃষ্টির জন্য আদর্শ পরিবেশ তৈরি করে। এর পাশাপাশি, ভারতের ‘জাতীয় গ্যাস হাইড্রেট কর্মসূচি’ (ন্যাশনাল গ্যাস হাইড্রেট প্রোগ্রাম বা এনজিএইচপি)-এর অধীনে পরিচালিত পূর্ববর্তী বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রায় এই অঞ্চলে গ্যাস হাইড্রেট বা জমে থাকা মিথেন গ্যাসের বিশাল মজুত শনাক্ত করা হয়েছে। পরীক্ষামূলক খননে মিথেন গ্যাসের এই উপস্থিতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হলেও, এটি বাণিজ্যিক উত্তোলনের নিশ্চয়তা প্রদান করে না। ভূগর্ভে হাইড্রোকার্বনের ভূতাত্ত্বিক উপস্থিতি এবং তাকে বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক উপায়ে উত্তোলন করা;এই দুটি বিষয়ের মধ্যে যোজন যোজন দূরত্ব রয়েছে। একটি সম্ভাবনাময় হাইড্রোকার্বন ক্ষেত্রকে বাণিজ্যিক স্তরে উন্নীত করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন, বিপুল মূলধনী বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক মানের পরিকাঠামো নির্মাণ প্রয়োজন।

আন্দামান সাগরের মতো প্রত্যন্ত এবং গভীর সামুদ্রিক অঞ্চল থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে জ্বালানি উত্তোলনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো লজিস্টিক বা সরবরাহ ব্যবস্থা এবং নিষ্কাশন পরিকাঠামো। অগভীর সমুদ্রের মতো এখানে সরাসরি পাইপলাইন বসিয়ে মূল ভূখণ্ডে গ্যাস বা তেল নিয়ে আসা অর্থনৈতিকভাবে বাস্তবসম্মত নয়। এর জন্য ‘ফ্লোটিং প্রোডাকশন স্টোরেজ অ্যান্ড অফলোডিং’ (ভাসমান উৎপাদন, মজুতকরণ এবং খালাস ব্যবস্থা বা এফপিএসও) নামক বিশালাকার জাহাজের প্রয়োজন হয়, যা সমুদ্রের বুকেই উত্তোলিত হাইড্রোকার্বন প্রক্রিয়াজাত করে এবং পরে ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে তা শোধনাগারে প্রেরণ করে। অতি-গভীর সামুদ্রিক কূপগুলোর সাথে এই এফপিএসও-র সংযোগ স্থাপনের জন্য ‘সাব-সি টাইব্যাক’ বা জটিল ডুবো-পাইপলাইন নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হয়। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ মূল ভারতীয় ভূখণ্ড থেকে প্রায় ১২০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হওয়ায়, সেখানে এই বিশাল শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ভারী যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক, এবং দক্ষ জনশক্তি পৌঁছানোর জন্য একটি সম্পূর্ণ নতুন সামুদ্রিক সরবরাহ শৃঙ্খল গড়ে তোলা অপরিহার্য। এর পাশাপাশি, এই অঞ্চলটি ভূতাত্ত্বিকভাবে সক্রিয় এবং ভূমিকম্প প্রবণ হওয়ায়, খনন ও উত্তোলনের ক্ষেত্রে পরিবেশগত এবং কাঠামোগত সুরক্ষার জন্য অতিরিক্ত বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়।

এই বিপুল মাত্রার বিনিয়োগ, প্রযুক্তিগত জটিলতা এবং ভূতাত্ত্বিক ঝুঁকির কারণে আন্দামানের প্রকল্পটির বাস্তবায়নের সময়সীমা অত্যন্ত দীর্ঘ। জ্বালানি শিল্পের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী, অতি-গভীর জলভাগে একটি নতুন অববাহিকায় অনুসন্ধান শুরু করা থেকে বাণিজ্যিক উৎপাদন পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছাতে সাধারণত ১০ থেকে ১৫ বছর সময় লাগতে পারে। প্রথম ধাপে সফলভাবে বাণিজ্যিক মজুত আবিষ্কৃত হলেও, তার পরিমাণ ও উত্তোলনের হার নির্ধারণের জন্য ‘অ্যাপ্রাইজাল’ বা মূল্যায়ন কূপ খনন করতে হয়। সব দিক থেকে প্রকল্পটিকে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক বলে সাব্যস্ত করার পর ‘ফিল্ড ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান’ বা ক্ষেত্র উন্নয়ন পরিকল্পনা জমা দেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করছেন যে, বর্তমান অনুসন্ধানগুলো যদি সম্পূর্ণ সফল হয় এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও মূলধনের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকে, তবে এই অঞ্চল থেকে পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হতে আগামী দশকের মাঝামাঝি বা ২০৩০-এর দশকের শেষার্ধ পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

এই দীর্ঘমেয়াদী বাস্তবতার নিরিখে ভারত সরকারের জ্বালানি নীতি কেবল একটি নির্দিষ্ট অববাহিকার ওপর নির্ভরশীল নয়। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল সংস্থাগুলো (যেমন ওএনজিসি এবং অয়েল ইন্ডিয়া) এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোকে নিয়ে একটি বহুমুখী কৌশল বা মাল্টি-প্রংড স্ট্র্যাটেজি গ্রহণ করা হয়েছে। এই কৌশলের আওতায় একদিকে যেমন ‘উন্নত তৈল নিষ্কাশন’ (এনহ্যান্সড অয়েল রিকভারি বা ইওআর) প্রযুক্তির মাধ্যমে মুম্বাই হাই বা আসামের মতো পুরনো এবং ক্ষয়িষ্ণু ক্ষেত্রগুলো থেকে উৎপাদনের হার বজায় রাখার চেষ্টা চলছে, অন্যদিকে তেমনি কৃষ্ণা-গোদাবরী বা আন্দামানের মতো নতুন অববাহিকায় অনুসন্ধান ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। এই সামগ্রিক কাঠামোর মধ্যে আন্দামান অববাহিকা কোনো তাৎক্ষণিক সমাধান নয়, বরং এটি ভারতের দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি সুরক্ষার একটি কৌশলগত রিজার্ভ বা মজুত হিসেবে কাজ করবে।

সর্বোপরি, আন্দামান সাগরে হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধানের এই উদ্যোগকে কেবলমাত্র ভূ-তাত্ত্বিক বা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এর সম্পূর্ণ মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এটি ভারতের কৌশলগত স্বনির্ভরতা অর্জনের একটি সুচিন্তিত পদক্ষেপ। যদি ভারত এই অতি-গভীর সামুদ্রিক অঞ্চলে সফলভাবে জ্বালানি উত্তোলন করতে সক্ষম হয়, তবে তা বিশ্ববাজারে দেশের দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে এবং সরবরাহজনিত ভূ-রাজনৈতিক ঝুঁকির (সাপ্লাই চেইন জিও-পলিটিক্যাল রিস্ক) বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী বাফার বা রক্ষাকবচ তৈরি করবে। যদিও এই প্রকল্পের বাণিজ্যিক সফলতা এখনও অনিশ্চিত এবং এটি একাধিক ভূতাত্ত্বিক ও প্রযুক্তিগত চলকের (ভ্যারিয়েবল) ওপর নির্ভরশীল, তথাপি ওপেন অ্যাকরেজ লাইসেন্সিং নীতির আওতায় এই অঞ্চলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের প্রচেষ্টা ভারতের জ্বালানি কূটনীতিতে একটি কাঠামোগত পরিবর্তনেরই নির্দেশক। এই বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত উদ্যোগ সফল হলে তা ভারতের সামষ্টিক অর্থনীতিকে আমদানির চাপ থেকে আংশিক মুক্তি দিতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তার একটি নতুন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে পারে।

রং মেখে ঢং দেখাতে এল জেলেপাড়ার সঙ

প্রদীপ মারিক

বঙ্গসমাজ আড্ডা মশকরা রঙ্গ করতে পটু। প্রচলিত কথা আছে মানুষের মধ্যে যত রাগই হোক না, একবার যদি তাদের হাসানো যায় তার মধ্যে থেকে রাগ শব্দটা একেবারে গলে জল হয়ে যায়। অন্য দিকে এই হাসির খোরাক আবার অন্য জনের কাছে পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। কারণ মশকরার মাধ্যমে যে তাদের কুকীর্তি সমাজের সামনে তীব্র ব্যাঞ্জনায় হাস্যরস অঙ্গভঙ্গির মধ্যে দিয়ে ফুটে তোলে সঙের দল । রং মেখে ঢং দেখিয়ে সঙ সাজার কাজ শুরু করে তদানীন্তন কলকাতার এক শ্রেণীর মানুষজন। নাম প্রচারের জন্য দেওয়া হয় ‘জেলেপাড়ার সঙ’। বাড়ির টিনের সদর দরজা, দেওয়াল, মনসা মন্দির, এমনকি ছাদ ফেলা বাড়ির দেওয়ালেও ‘জেলিয়াপাড়া লেন’ কথাটা লেখা থাকতো। জেলেরা ভোর বেলা উঠে জাল নিয়ে মাছ ধরতে চলে যেত। বিক্রি বাটখারা করে দুপুরে বেলায় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তো। সন্ধ্যার পর আড্ডা বসতো পাড়ার বাঁশের মাচায় কিংবা মন্দিরের সামনের উঠোনে। এই সময় তারা মাজার ছলে বা গল্পের ছলে কারোর নকল করতো কিংবা কাঁচা গালাগাল দিয়ে গান রচনা করতো। সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু ছিল হাসি আর মজা। এই জেলেদের মধ্যে থেকেই শুরু হয় মানুষকে সামাজিক ভাবে সচেতন করার নতুন প্রয়াস। মাছ ধরতে গেলে জাল টানতে টানতে জেলেদের মধ্যে থেকেই এক স্বভাব কবির জন্ম হয়। যে গান প্রচলিত গান নয়, তবে এক সুর এক টান যা তাদের কষ্টকে লাঘব করে। কলকাতার বেনেপুকুর, তালতলা খিদিরপুর, রামনাথ কবিরাজ লেন, অক্রুর দত্ত লেন, নেবুতলা, হাওড়া শিবপুর, বেলেঘাটা জেলে পাড়ার বয়স্ক মানুষরা এখনো গর্ব করে বলেন, ‘আমার বাবা কাকারা কত সঙ সেজেছিল জানিস!’ আবার কেউ বলে, ‘জানিস লালমুখো লর্ডসাহেবদের মুখে ঝামা ঘসেছিল আমার দাদু।’ এটাই কলকাতা জেলেপাড়ার জীবনমুখি সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। এই ‘জেলেপাড়া’ বলতে গেলে লৌকিক সাংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। এদের সখের কাজই রং মেখে সঙ সাজা। কথার মারপ্যাঁচে সকল মানুষকে কাঁদিয়ে কিংবা হাসিয়ে তবেই এদের আনন্দ। সঙের দল মনে করতো কাউকে একবেলা খেতে না দিতে পারুক কিন্তু একফোঁটা চোখের জল আর প্রানভরা হাসি তো দিতে পারবে। কেউ হর-গৌরী, গৌর নিতাই, রূপ নিয়ে সবাইকে কাঁদিয়ে ছাড়তো। এমনকি কেউ বা অত্যাচারী হিরণ্যকশিপুর অত্যাচারী ইংরেজ সাহেবদের রূপে সাধারণ মানুষদের মনে তীব্র রাগের উদ্রেগ ঘাটাতেও সক্ষম হতো। কেউ বা জগাই মাধাই, গোপাল ভাঁড়, পেটমোটা লালমুখী সাহেব-মেম সেজে সকলকে হাসতে হাসতে লুটোপুটি খাইয়ে দিতে পারতো। বাংলায় ত্রয়োদশ বঙ্গাব্দে এই জেলেপাড়া সঙের আবির্ভাব। চৈত্র সংক্রান্তির শিব মন্দির থেকেই শুরু হয় সঙের যাত্রা। তেমন কোন আগাম অনুশীলন ছাড়াই চড়ক মেলা উপলক্ষে সঙের শোভাযাত্রার দল রাজপথ দখল করে নিত। আর এসব দেখতে চিৎপুর অঞ্চলে গ্রাম, শহর থেকে মানুষের ঢল নামতো। বাংলা সাহিত্যের সনাম ধন্য ব্যাক্তিরা জেলে পাড়ার সঙেদের জন্য গান লেখেন। এদের মধ্যে অন্যতম রূপচাঁদ পক্ষী, অমৃতলাল বসু, শরৎচন্দ্র পন্ডিত, সাজনিকান্ত দাস, হেমেন্দ্র চন্দ্র দাস, কালিদাস রায় প্রমুখ। জেলে কৈবর্তরা এই সঙের সৃষ্টিকর্তা। সেই জন্যই জেলেপাড়ার এত নাম ছিল বাংলা আধুনিক মানচিত্রের রঙ্গ-রসিকতার মাধ্যম হিসেবে। উত্তর কলকাতায় বারাণসী ঘোষ স্ট্রিট থেকে বেরোত কাঁসারি পাড়ার সঙ। এই সঙের উৎসাহ দিতেন তারকনাথ প্রামানিক। গরু মোষের টানা গাড়িতেই সং সেজে ঢং দেখানো হতো। চিৎপুর রোড, কর্নওয়ালিস রোডের চারিদিকে থিকথিক কালো মাথা। শুধুই অপেক্ষা কত ক্ষণে সেই সঙের দল আসে। দীর্ঘ্য যাত্রা পথে সঙের দল নানা সামাজিক, পৌরাণিক ঐতিহাসিক ঘটনা রং মেখে ঢং দেখাতো। গ্রাম উন্নয়ন, লালমুখো সাহেব-বিবি, বাবুদের কেচ্ছা, উচ্চশিক্ষিত মানুষদের সাজপাট, বড় ঘরের স্নেহময়ী বড়মা এই সব নানান পেক্ষাপট ফুটে উঠতো বাঙ্গ চিত্রের মাধ্যমে। তদানীন্তন সময় এটা এতটাই মনোরঞ্জনের বিষয় হয়ে উঠেছিল যে নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলেছেন যাত্রা শুরু হওয়ার পরই আসতো সঙের নাচ। শুরুতেই যেন উপস্থিত মানুষদের মধ্যে ঝটকা দিতে আসরে উপস্থিত সঙের দল। সঙ গালাগাল দিত এটাই সকলের ভাললাগতো।

মুসলিম খ্রিস্টান বৌদ্ধ সব শ্রেণীর মানুষরা এই ঐতিহ্যবাহী সঙ উৎসবে যোগ দিত। ঝাঁটা, বুরুশ, কোদাল, ঝুড়ি, ময়লাফেলার গাড়ি, এমনকি তদানীন্তন সময় প্রতিকী খাটা পায়খানার গাড়িও সঙ্গে নিত সঙের দল। তারা উপযুক্ত পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত ছিল তাই তারা সকল মানুষের কাছে সামাজিক বার্তা পৌঁছে দিত। সঙের দল গান গাইত,‘ধাঙ্গড় মেথর আমরা মশাই থাকি এই শহরে, বাবুয়ানা করে মশাই আমাদের মেরে।’ আঠারো শতক বঙ্গ-সমাজ জীবনে এক মূল্যবান অধ্যায়। কারণ এই সময় মহামারি, দুর্ভিক্ষ, কৃষক বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহের মত নানা ঘটনার সাক্ষী ছিল সেই সময়ের মানুষজন। এই সব কিছুই স্থান পায় সঙের রঙ্গ-বাঙ্গ চিত্রে। ইংরেজি ভাষার শিক্ষিত কিছু মানুষদের এতেই আঁতে ঘা লাগে। তাদের প্ররোচনায় হগসাহেব কাঁসারি পাড়ার সঙের দলকে অশ্লীলতার দায়ে বন্ধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু সঙের দলের নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদে ‘বসন্তিক’ পত্রিকায় তীব্র ঝড় তোলেন কবি সাহিত্যিকরা। সে দিনে সঙের দল শ্লেষাত্মক গান বাঁধে, ‘শহরে এক নতুন হুজুগ উঠেছে ভাই, অশ্লীলতির শব্দ মোরা আগে শুনি নাই।’ সঙ নামের এই লোকসংস্কৃতির মধ্যে একটা সর্বগ্রাসী বিদ্রুপের কৌতুক অভিব্যাক্তি ফুটে ওঠে যা সেই সময় ‘হুতোম পেঁচার নকশায়’ কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রকাশ করেন। যা পড়েই সে সময়ের কলকাতার ফুলবাবুরা রে রে করে ওঠে। ফুলবাবুরা খুঁজতে থাকে কে এই লেখক ছদ্মনামের আড়ালে। তার লেখায় গাজন গান, সঙেদের দৌরাত্বের মধ্যে তীব্র কৌতুক চিত্র ফুটে ওঠে। লালমুখো সাহেব এবং কলকাতার ফুলবাবুদের কুকীর্তি তার লেখাকে প্রাঞ্জল করে তোলে। লোকসংস্কৃতির আঁতুর ঘর সং সেজে ঢং। তৎকালীন বাঙালি সমাজে যে সব সু-কীর্তি কু-কীর্তি হতো তা এই সঙের গান, ছড়ার মধ্যেই ফুটে উঠত। লালমুখো বাঁদর ইংরেজ, এবং ফুলবাবুরা নিজেদের মুখ নিজেরাই দেখতে পেত এই রং মাখা সঙেদের মধ্যে, তাই তাদের এত জ্বালা ধরতো।

বাংলার ব্যতিক্রমী রথযাত্রা

অসীম কুমার মিত্র

পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতে রথযাত্রা উৎসব পালিত হয় আষাঢ় মাসে। তবে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত জ্যোৎকল্যাণ- সরিয়ালা গ্রামে চৈত্র মাসে পালিত হয় রথযাত্রা উৎসব। তবে এটি মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবের রথ নয়, এখানে রাধা-গোবিন্দের রথযাত্রা পালিত হয়। আজ থেকে ২৫০ বছর আগে এই গ্রামের জমিদার হৃদয় অধিকারী তার নিজের বাড়িতে এই রথযাত্রার সূচনা করেন চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে। যার জন্য রথের পরিচিতি চৈত্রের রথ হিসাবে। তবে অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণিমা তিথি বৈশাখ মাসে পড়লে ,তখন বৈশাখ মাসেও পালিত হয় এই রথযাত্রা উৎসব। সেজন্য এই রথযাত্রাকে বৈশাখী রথও বলা হয়। এলাকায় এই রথযাত্রা অধিকারী বাড়ির রথযাত্রা বলেই বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে। আজও অধিকারী পরিবার বংশ পরম্পরায় এই রথযাত্রা অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে পালন করে আসছে। এই রথযাত্রাকে কেন্দ্র করেই এলাকাটি রথতলা নামে পরিচিত। অধিকারী পরিবারের চৈত্র মাসের এই রথযাত্রা হাওড়া জেলার মধ্যে এক ব্যতিক্রমী ঘটনা বলেই মনে করেন এই পরিবারের বর্তমান সদস্য সায়ন অধিকারী। তাঁর কথায় জানা যায়, পূর্বপুরুষ জমিদার হৃদয় অধিকারী নদীয়া থেকে

কোষ্ঠী পাথরের রাধা-গোবিন্দ মূর্তি নিয়ে আসেন নিজের বাড়ি তে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আর তা আনা হয়েছিল ঘোড়ায় টানা রথ-এ করে। বাড়িতে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চৈত্র মাসের পূর্ণিমায় । আর মন্দির প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে হৃদয়বাবু শুরু করেছিলেন রথযাত্রা উৎসব চৈত্র পূর্ণিমায়। কথিত আছে, এই রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হওয়ার দিন গোটা গ্রামের চারপাশে ঢাক-ঢোল বাজানো হত। আর ঢাকের শব্দ যতদূর যেত, ততদূর পর্যন্ত গ্রামবাসীরা আমন্ত্রিত থাকতো এই রথযাত্রায় মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য। এখানে রথের সামনে দুটি ঘোড়া আছে, যার একটির কানকাটা এবং অপরটির জিভ কাটা। শোনা যায়, হৃদয় বাবু নদীয়া থেকে যখন ঘোড়ায় টানা রথ -এ করে রাধা-গোবিন্দের মূর্তি নিয়ে আসছিলেন তার বাড়ির উদ্দেশ্যে, তখন মাঝপথে ঘোড়া দুটি এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে গাড়ি আর সামনের দিকে এগোতে পারছিলনা। সেই সময় রথের সারথী একটি ঘোড়ার কান এবং অন্যটির জিভ কেটে দেয়। আর সেই যন্ত্রনায় তৎক্ষণাৎ ঘোড়া দুটি পুনরায় ছুটতে শুরু করে। সেই দৃশ্য আজও রথের সামনে তুলে ধরা আছে। অধিকারী পরিবারের ঐতিহ্যবাহী এই রথযাত্রায় সোজা রথ অনুষ্ঠিত হয় চৈত্র পূর্ণিমায় এবং উল্টো রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় আট দিন পর অর্থাৎ নবম দিনে।

চর্চাবাসর ১২১

বাংলা শব্দ পয়লা (Poila) বা পহেলা (Phela) সংস্কৃত শব্দ ‘প্রথম’ (Pratham) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ ‘প্রথম’। এটি ‘প্রথম’ বা ‘এক নম্বর’ বোঝায় এবং বাংলা পঞ্জিকা অনুসারে মাসের প্রথম দিন বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় পয়লা বৈশাখে , যা বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ভোট প্রচারকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষ

ইন্দাসে জখম শিশুকন্যা-সহ একাধিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিজেপি প্রার্থীর ভোট প্রচারকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও তৃণমূল সংঘর্ষ, সাত বছরের এক শিশু-সহ আহত দু'পক্ষের একাধিক। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে উত্তপ্ত বাঁকুড়ার ইন্দাস। প্রচার বন্ধ করে আহত শিশু কন্যাকে নিয়ে সটান থানায় হাজির হন ইন্দাস বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী ও ব্লক সভাপতি।

বিজেপি প্রার্থীর ভোট প্রচারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে জড়াল তৃণমূল ও বিজেপি। দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের জেরে আহর হয়েছে গ্রামের এক শিশু-সহ দুপক্ষের বেশ কয়েকজন। সোমবার সন্ধ্যার মুখে ঘটনাটি ঘটে বাঁকুড়ার ইন্দাস বিধানসভার বেহার গ্রামে। ঘটনার কথা জানতে পেরে প্রচার বন্ধ করে আহত শিশুকে কোলে নিয়ে ইন্দাস থানায় হাজির হয়ে বিজেপি প্রার্থীকে গ্রেপ্তারের দাবিতে সরব হন ইন্দাসের তৃণমূল প্রার্থী সহ-তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ও কর্মী সমর্থকেরা। গোটা ঘটনার জন্য পাল্টা তৃণমূলকে কাঠগোড়ায় তুলেছেন বিজেপি প্রার্থী। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল দিনভর বাঁকুড়ার ইন্দাস বিধানসভার মঙ্গলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রচার চালাচ্ছিলেন ইন্দাসের বিজেপি প্রার্থী নির্মল ধাড়া। দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পর ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের বেহার গ্রামে প্রচার করতে যাওয়ার কথা ছিল বিজেপি প্রার্থীর। তৃণমূলের অভিযোগ, প্রচারের নামে বিজেপি প্রার্থীর নেতৃত্বে বিজেপির মদ্যপ কর্মীরা বেহার গ্রামে চড়াও হয়ে তৃণমূল কর্মীদের মারধর করতে শুরু করে। বাদ পড়েনি সাত বছরের এক শিশু-সহ গ্রামের মহিলারাও। ঘটনায় আহত হয় ৭ বছরের এক শিশু। তড়িঘড়ি আহত শিশুকে ইন্দাস থানার পুলিশ নিয়ে যায় ইন্দাস ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। খবর যায় তৃণমূল প্রার্থীর কাছে। এরপর তৃণমূল প্রার্থী শ্যামলী রায় বাগদী-সহ তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ও অন্যান্য নেতৃত্ব সেখানে উপস্থিত হয়। সেখ ানে চিকিৎসার পর ওই শিশুকে কোলে নিয়ে ইন্দাস থানায় হাজির হয়ে এই ঘটনার জন্য ইন্দাসের বিজেপি প্রার্থী নির্মল ধাড়াকে গ্রেপ্তারের দাবি জানায় তৃণমূল। গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে ইন্দাস থানায় মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ জানানো হয়। অন্যদিকে বিজেপির দাবি, বেহার গ্রামে বিজেপি প্রার্থী পৌঁছানোর আগে বিজেপির একটি প্রচার গাড়ি গ্রামে পৌঁছালে তৃণমূল কর্মীরা ওই প্রচার গাড়িকে আটকে গাড়িতে থাকা বিজেপি কর্মীদের একটি ক্লাবে বন্দি করে রাখে। খবর পেয়ে বিষয়টি ইন্দাস থানায় জানালে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও ভিএসটি টিম নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইন্দাস থানার পুলিশ। পরে ইন্দাসের বিজেপি প্রার্থী গ্রামে পৌঁছালে শিশুদের এগিয়ে দেওয়া হয়। পিছন থেকে তৃণমূলের মহিলা কর্মীরা বিজেপি কর্মীদের লক্ষ্য করে যথেচ্ছ ইট, পাটকেল ছুঁড়তে শুরু করে। সেই ইটের আঘাতেই শিশুটি আহত হওয়ার পাশাপাশি বিজেপির কয়েকজন কর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন বলে দাবি বিজেপির। বিজেপির দাবি, বিজেপিকে রুখতেই এই ধরণের গন্ডগোলের পরিকল্পনা করেছিল তৃণমূল। এরপরেই বিজেপি প্রার্থী গ্রামের মাঝখান দিয়ে পুলিশ ও কেন্দ্র বাহিনীর নিরাপত্তায় বেরিয়ে যেতে থাকলে, তখন গ্রামবাসীরা তাঁকে ঘিরে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে থাকে। পাল্টা বিজেপিও 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিতে থাকে। সব মিলিয়ে ভোটের আগে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ইন্দাস বিধানসভা।

চণ্ডীতলার বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস মুখোপাধ্যায় নমিনেশন জমা দিলেন শ্রীরামপুরে।

শ্রীরামপুরে নমিনেশন জমা দিলেন উত্তরপাড়ার বিজেপি প্রার্থী দীপাঞ্জন চক্রবর্তী।

শ্রীরামপুরের বিজেপি প্রার্থী ভাস্কর ভট্টাচার্য মনোনয়নপত্র জমা দিলেন শ্রীরামপুরে।

উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের ভদ্রকালী এলাকায় সিপিআইএম প্রার্থী মীনাক্ষি মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচনী প্রচার।

পশ্চিমবঙ্গেও পরিবর্তনের সময় এসেছে: কেশবপ্রসাদ মৌর্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: নির্বাচনের আবহে পূর্ব বর্ধমানে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়িয়ে কার্জন গেটে বিজেপির এক সভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ শানালেন উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য। মঙ্গলবার বিজেপির প্রার্থীদের উপস্থিতিতে আয়োজিত 'সংকল্প সভা'-য় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি একাধিক ইস্যুতে রাজ্যের শাসক দলকে নিশানা করেন। সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেশব প্রসাদ মৌর্য বলেন, 'আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ দমনে বিজেপি আপসহীন।' অপরাধীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণের বার্তা দিয়ে তিনি জানান, 'কোনও অপরাধীকেই ছাড়া হবে না।' পাশাপাশি বিরোধীদের উদ্দেশে কড়া হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট টেনে তিনি বলেন, 'দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ইতিমধ্যেই একাধিক আঞ্চলিক দল ক্ষমতা হারিয়েছে।' সেই উদাহরণ তুলে ধরে তিনি ইঙ্গিত দেন, 'পশ্চিমবঙ্গেও পরিবর্তনের সময় এসেছে বলে বিজেপির বিশ্বাস।' তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, 'মানুষের সমর্থন পেলে বিজেপি সরকার গঠন করে প্রশাসনিক পরিবর্তন আনতে চায়।' এদিনের সভায় বিপুল সংখ্যক দলীয় কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এদিন এই সভায় বেশ কয়েকজন বিজেপিতে যোগদান করেন। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে বিজেপিতে স্বাগত জানানো হয়।

লাল নিশান, স্লোগানে তপ্ত কৃষ্ণনগর, মনোনয়ন পেশ ৬ বাম প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: মঙ্গলবার কৃষ্ণনগর শহরে যেন অকাল বাম-স্মরণ। বাদ্যযন্ত্রের গর্জন আর লালে-লাল পতাকায় মুড়ে মনোনয়ন দিতে জেলাশাসকের দপ্তরে পৌঁছলেন নদিয়া জেলার বামফ্রন্টের ৬ প্রার্থী। কৃষ্ণনগর উত্তর, কৃষ্ণনগর দক্ষিণ, নবদ্বীপ, নাকাশিপাড়া, কালীগঞ্জ এবং কৃষ্ণগঞ্জ এই ছয় কেন্দ্রের বাম প্রার্থীরা এদিন সুসজ্জিত শোভাযাত্রা করে নিজেদের মনোনয়নপত্র জমা দেন। তবে জোটের শরিক দল আইএসএফ-এর চাপড়া কেন্দ্রের প্রার্থী এদিন মনোনয়ন জমা দেননি। তিনি বুধবার তাঁর আবেদন পেশ করবেন বলে জানা গিয়েছে। এদিন প্রচারের আলো কেড়ে নেন কালীগঞ্জ কেন্দ্রের বাম প্রার্থী তামান্নার মা। তিনিও এদিন মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি সাফ জানান, 'এই লড়াই কেবল ভোটের নয়, বরং মানুষের অধিকার পুনরুদ্ধারের লড়াই।' তাঁর কথায়, 'সাধারণ মানুষের রুটি-রুজির সংস্থান এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়নই আমাদের মূল লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্যেই আমরা মানুষের দুয়ারে পৌঁছচ্ছি।' শহর জুড়ে এই বিশাল জমায়েতের জেরে এদিন কৃষ্ণনগরের সাধারণ জনজীবনে কিছুটা প্রভাব পড়ে। জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে কড়া পুলিশি পাহারার ব্যবস্থা থাকলেও কর্মীদের উৎসাহে খামতি ছিল না। ইনকিলাব স্লোগানে মুখরিত কৃষ্ণনগরের রাজপথ বুঝিয়ে দিল, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে শাসক ও বিরোধী শিবিরের লড়াইয়ে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে নারাজ বামেরা। এখন ৪ মে-র ব্যালট বক্সই বলবে, এই রাজপথের শক্তি জনমতের বিচারে কতটা সফল হল।

এসবিআই কাঞ্চননগর শাখা (১৪৫৪১)
কাঞ্চননগর বাজার, পো - কাঞ্চননগর, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পব, পিন - ৭১৩১০২ ইমেল : sbi.14541@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সাফিয়া খাতুন (অ্যাকাউন্ট নং ৬৭৮৭) স্বর্ণালঙ্কার বন্ধক রেখে **এসবিআই কাঞ্চননগর শাখা** থেকে গোল্ড লোন নিয়েছিলেন এবং নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী তা পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন। যারা নোটিশের যথাযথ জবাব দেননি অথবা নোটিশ ফেরত এসেছে, এই পরিস্থিতিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যদি **২৪.০৪.২০২৬** তারিখের আগে গোল্ড লোন পরিশোধ করা না হয়, তবে ব্যাংক পূর্ববর্তী দিন কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলো বিক্রি করে দেবে। নিলামের দিন, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলো কোনো প্রকার পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই নিম্নোক্ত সময় ও তারিখে শাখা প্রেমিসেস/গোল্ড হাবে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংক্রান্ত সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের বহন করতে হবে। ব্যাংক যেকোনো সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝপথে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করে অলঙ্কারের দখল নিতে পারবেন।

ঋণগ্রহীতা : সাফিয়া খাতুন (অ্যাকাউন্ট নং ৬৭৮৭)

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২৪.০৪.২০২৬	বিকেল ৪টে থেকে থেকে বিকেল ৫টা	২২ ক্যারট	মোট ওজন ৭৮.৭০ গ্রাম নিট ওজন ৬৬.৮০ গ্রাম	২টি চেন ২টি বালা ২টি বাউটি

তারিখ: ০৮.০৪.২০২৬
স্থান: কাঞ্চননগর

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই কাঞ্চননগর

স্কিপার লিমিটেড
CIN: L40104WB1981PLC033408
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩এ, লাউডন স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০১৭
ফোন : (০৩৩) ২২৮৯ ৫৭৩১, ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৮৯ ৫৭৩৩
ইমেল : investor.relations@skipperlimited.com ওয়েবসাইট: www.skipperlimited.com

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি
দ্বিতীয় ১০০ দিনের প্রচারাভিযান - "সক্ষম নিবেশক" - কেওয়াইসি এবং অন্যান্য সম্পর্কিত হালনাগাদ এবং শেয়ারহোল্ডারদের অবহিতকরণের জন্য ইনভেস্টর এডুকেশন এন্ড প্রোটেকশন ফান্ড ("আইইপিএফ")-এ অপ্রদেয়/অদাবিকৃত লভ্যাংশ স্থানান্তর প্রতিরোধ করার জন্য

স্কিপার লিমিটেড ("কোম্পানি")-এর শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, ইনভেস্টর এডুকেশন এন্ড প্রোটেকশন ফান্ড কর্তৃপক্ষ (আইইপিএফএ) কর্তৃক ২৭ মার্চ, ২০২৬ তারিখের যোগাযোগের পরিপ্রেক্ষিতে, কোম্পানি ১ এপ্রিল, ২০২৬ থেকে ৯ জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত "সক্ষম নিবেশক"-এর দ্বিতীয় ১০০-দিনের প্রচারাভিযান শুরু করার ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত।
এই প্রচার অভিযান চলাকালীন, যে সকল শেয়ারহোল্ডারগণ তাঁদের লভ্যাংশ দাবি করেননি অথবা তাঁদের কেওয়াইসি ও নমিনেশনের বিবরণ হালনাগাদ করেননি অথবা দাবিহীন লভ্যাংশ ও শেয়ার সংক্রান্ত কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, তাঁরা কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তর এজেন্ট (আরটিএ), অর্থাৎ **মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩ আর. এন. মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০০০১, ফোন : ০৩৩ ২২৪৩৫০২৯ / ২২৪৮২২৪৮, ই-মেইল contact@mdplcorporate.com**-এ লিখিতভাবে জানাতে পারেন এবং পরবর্তীতে কোম্পানিকে **investor.relations@skipperlimited.com** ই-মেইল আইডিতে ই-মেইল পাঠাতে পারেন।
শেয়ারহোল্ডারগণ আরও অবগত হবেন যে, এই প্রচারাভিযানটি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এবং বিশেষভাবে পুনরায় চালু করা হয়েছে, যাতে শেয়ারহোল্ডারদের কাছে তাদের কেওয়াইসি, ব্যাংক ম্যান্ডেট, নমিনি ও যোগাযোগের তথ্য ইত্যাদি হালনাগাদ করার জন্য এবং তাদের অপ্রদেয়/অদাবিকৃত লভ্যাংশ দাবি করার জন্য পৌঁছানো যায়, যার উদ্দেশ্য হলো তাদের শেয়ার এবং লভ্যাংশের অর্থ আইইপিএফএ -তে হস্তান্তর হওয়া থেকে রক্ষা করা।
এই বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট, অর্থাৎ **www.skipperlimited.com**-এ এবং যে সকল স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে, অর্থাৎ বিএসই লি. **(www.bseindia.com)** এবং এনএসই লি. **(www.nseindia.com)**-এর ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ করা হচ্ছে।

স্কিপার লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
অনু সিং
(কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়ান্স অফিসার)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৭.০৪.২০২৬

স্কিপার লিমিটেড
CIN: L40104WB1981PLC033408
রেজিস্টার্ড অফিস : ৩এ, লাউডন স্ট্রিট, ২য়তল, কলকাতা- ৭০০০১৭
ফোন : (০৩৩) ২২৮৯ ৫৭৩১, ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৮৯ ৫৭৩৩
ইমেল : investor.relations@skipperlimited.com ওয়েবসাইট : www.skipperlimited.com

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি নোটিশ
ফিজিক্যাল আকারে থাকা ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ এর হস্তান্তরের পুনর্নথিভুক্তকরণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা- দ্বিতীয়বার অবহিতকরণ

স্কিপার লিমিটেড (কোম্পানি) এতদ্বারা তার শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করছে যে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া উল্লেখ্য সার্কুলার নং এইচও/৩৮/১৩/১১(২)২০২৬-এমআইআরএসডি-পিওডি/আই/৩৭৫০/২০২৬ তারিখ ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ অনুযায়ী ঘোষণা করেছে যে, ফিজিক্যাল আকারে অধিকৃত ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ এর হস্তান্তরের অনুরোধের পুনর্নথিভুক্তিকরণ এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।
সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থায় বিনিয়োগকারীগণের কেনা শেয়ারসমূহ সুরক্ষিত করা এবং বিনিয়োগের সুবিধা সহজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ফিজিক্যাল শেয়ারসমূহ পুনর্নথিভুক্তিকরণের জন্য যা মূলত ১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের পূর্বে সম্পাদিত হয় তার সম্পূর্ণ সুবিধা প্রদানের জন্য।

সংশ্লিষ্ট বিশেষ সুবিধা ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ তারিখ পর্যন্ত ফিজিক্যাল শেয়ারসমূহ এর হস্তান্তরের অনুরোধ পুনর্নথিভুক্তকরণের জন্য শেয়ারহোল্ডারগণকে এক বছরের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

আরও বিশদে উক্ত সার্কুলার অবহিত হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত বিস্তারিত অবধারণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে :

শেয়ার হস্তান্তরের সম্পাদনের তারিখ	১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের পূর্বে হস্তান্তরের জন্য দায়ের করা?	মূল শেয়ার সার্টিফিকেট উপলব্ধ কিনা?	সাম্প্রতিক সুবিধা ব্যবহারের উপযুক্ততা?
১ এপ্রিল ২০১৯ এর পূর্বে	না (নতুন করে দায়ের করা)	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	হ্যাঁ (পূর্বে বাতিল/ফেরত এসেছিল)	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	হ্যাঁ	না	না
	না	না	না

উপযুক্ত শেয়ারহোল্ডারগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট -**মাহেশ্বরী ডেটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড**, ২৩, আর এন মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠতল, কলকাতা- ৭০০০০১, ই-মেল : contact@mdplcorporate.com সংশ্লিষ্ট সুবিধার সুফল পেতে সার্কুলারের বিস্তারিত উল্লেখ করতে এবং ফিজিক্যাল শেয়ারসমূহ স্থান্তরের বিশেষ সুবিধার বিষয়ে উল্লেখ করতে।

স্কিপার লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
অনু সিং
(কোম্পানি সেক্রেটারি এবং প্রয়োগ আধিকারিক)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৭.০৪.২০২৬

ফর্ম জি (পদ্ধতি ৩)
সেন হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
কলকাতায় "সিকিউরিটিজ ডিলিং অ্যাক্টিভিটিজ" পরিচালনায় যুক্ত
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

ক্রম	বিবরণ	বিস্তারিত
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	**সেন হোল্ডিংস প্রাইভেট লিমিটেড** PAN: AAHCS3224L CIN: U67120WB1996PTC077312
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	৮৫ এস এন ব্যানার্জি রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০১৪
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	https://shol.stellarinsolvency.com/
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	আরপি নিকট স্থায়ী সম্পদের কোনও বিস্তারিত তথ্য নেই
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রাপ্ত নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	এফওয়াই ২০১৬-১৭ নিরীক্ষিত আর্থিক তথ্য অনুযায়ী কার্যাদি থেকে রাজস্ব ৬,৪৫,৫০০.০০ টাকা
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	জানা নেই
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল প্রাপ্ত :	এফওয়াই ২০১৬-১৭ এর নিরীক্ষিত আর্থিক তথ্য প্রাপ্ত। এই আর্থিক তথ্যাদি বিনিয়োগকারীগণের তালিকা সহ, আরপি senholdings.siol@gmail.com নিকট ইমেল পাঠিয়ে পাওয়া যাবে
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে ইউআরএল প্রাপ্ত :	আরপি senholdings.siol@gmail.com নিকট ইমেল পাঠিয়ে পাওয়া যাবে
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	শনিবার ২৫ এপ্রিল ২০২৬
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	শুক্রবার ১ মে ২০২৬
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	বুধবার ৬ মে ২০২৬
১৩	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	সোমবার ১১ মে ২০২৬
১৪	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	শনিবার ১৬ মে ২০২৬
১৫	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	সোমবার ১৫ জুন ২০২৬ (বিষয়টি অ্যাডজুডিকেটিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষ)
১৬	আগ্রহ প্রকাশ আহ্বান দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	senholdings.siol@gmail.com
১৭	কর্পোরেট ডেটরের এমএসএমই হিসেবে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের বিস্তারিত	জানা নেই

শ্রী অনুপ কুমার সিং প্রস্তাব পেশাদার - সেন হোল্ডিংস প্রা. লি.
IBBI/IPA-001/IP-P00153/2017-2018/10322 - AFA বৈধ ৩০.০৬.২০২৭ পর্যন্ত
স্যুট ১বি, ২য় তল, ২২/২৮এ মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০০২৯, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
তারিখ এবং স্থান : ৮ এপ্রিল, ২০২৬, কলকাতা

প্রচারের মাঝেই প্রার্থীর জন্মদিন উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: নির্বাচনের আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে প্রচার। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত, নাওয়া-খাওয়ার অবকাশ না নিয়েই দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রান্তে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে যাচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কবি দত্ত ওরফে 'বাপ্পা দা'। এই ব্যস্ততম সময়ের মাঝেই ৭ এপ্রিল, ৬১ বছরে পা দিলেন তিনি। মঙ্গলবার সকালে একটি পদযাত্রার মাধ্যমে দিনটির সূচনা হয় দুর্গাপুরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের আমরাই গ্রামে। পদযাত্রার শুরুতেই কর্মী-সমর্থকদের উষ্ণ শুভেচ্ছা ও ভালোবাসায় আপ্লুত হয়ে ওঠেন প্রার্থী। হাতে কেক নিয়ে উপস্থিত হন সমর্থকেরা। হাসিমুখে সকলের সঙ্গে কেক কেটে নিজের জন্মদিন উদযাপন করেন। নির্বাচনী ব্যস্ততার মাঝেও এই মুহূর্তে ধরা পড়ে এক অন্যরকম আবেগ ও সংযোগের ছবি। মানুষের অকুণ্ঠ ভালোবাসা, আস্থা ও আশীর্বাদকে পাথেয় করে উন্নয়নের পথে আরও এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন কবি দত্ত।

মঙ্গলবার বিকেলে ঝড়ে আমতায় টিনের চাল উড়ে গিয়ে ইলেকট্রিকের তারে পড়ায় বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে এলাকা। ছবি: মনোজ চক্রবর্তী

ছাপ্পা ও প্রাণহানি মুক্ত ভোটের বার্তা নির্বাচন কমিশনের শিল্পী স্বপন বাউলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পুরসভা, পঞ্চায়েত, লোকসভা, বিধানসভা সব ভোটেই স্বপন দত্ত বাউল পথে পথে। এরই মধ্যে ১৬টি জেলায় ঘুরে ঘুরে বাউল গানে জনগণকে ভোট সচেতন করলেন। এবারে হুগলি জেলার তারকেশ্বর, সিঙ্গুর, কামারকুণ্ডুতে প্রাণহানী মুক্ত ভোট করতে হবে বলে গর্জে উঠলেন রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত সম্মানিত বাউল ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল। তিনি বলেন, 'হিংসা মুক্ত, ভয় মুক্ত ভোট করতে হবে। শান্তিপূর্ণ ভোট চাই, শান্তি ভঙ্গ কেউ করবেন না। অবাধ পক্ষপাতহীন ভোট চাই, পক্ষপাত দুষ্ট ভোট চলবে না। ধর্ম জাতির ভেদাভেদ ভুলে যান, গোষ্ঠীর প্রলোভনে কেউ পড়বেন না। ভোট আমাদের বড় উৎসব, ভোটে একটাও প্রাণহানী চলবে না। কোনও মায়ের কোল যেন খালি না হয়। নির্বাচনে সজাগ থাকতে হবে শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে হবে জনগণ, রাজ্য সরকার, কেন্দ্র সরকার, পুলিশ প্রশাসন, কেন্দ্রীয় বাহিনী, কেন্দ্র ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে। যেনো কেউ ছাপ্পা ভোট দিতে না পারে। শান্তি ভঙ্গ, হিংসা ছড়াতে না পারে।' সুদূর খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমান থেকে ছুটে এসে জেলায় জেলায় এমন মহতী উদ্যোগ, নিঃস্বার্থভাবে বিনা পারিশ্রমিকে সমাজকে রক্ষা করায় শান্তিপূর্ণ ভোট ভাবনায় স্বপন দত্ত বাউলের জুড়ি মেলা ভার।

বাঁকুড়া মেডিক্যালে লক্ষাধিক ব্যয়ে সত্ত্বেও অনির্মিত শৌচাগার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: 'স্বচ্ছ ভারত মিশন ও মিশন নির্মল বাংলা' প্রকল্পে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা ব্যায়ে দুটি 'মডেল' শৌচালয় তৈরির বোর্ড লাগানো হলেও কাজের কাজ হয়নি। ওই দু'টি শৌচাগারের মধ্যে একটি হাসপাতালের আউটডোরের সামনে ও অন্যটি মূল গেটের সামনে হওয়ার কথা। বাঁকুড়া পুরসভার তত্ত্বাবধানে ১৯ নভেম্বর ২০২৫-এ কাজ শুরুর পর তা ৯০ দিনের মধ্যে শেষ করার কথা। কিন্তু কাজ শুরু তো দূরস্ত, এক দানা নির্মাণ সামগ্রীও নামানো হয়নি বলে খবর। এমনকি সাড়ে ছ'লক্ষ টাকা ব্যায়ে পৌরসভার সামনে একটি শৌচাগারের কাজ সময় পেরিয়ে গেলেও শেষ হয়নি। আর যা নিয়ে ভোট আবহে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। গ্রামাঞ্চলে সরকারি প্রকল্পে বাড়ি তৈরির জন্য বরাদ্দ ১ লক্ষ ২০ হাজার। সেখানে এই শৌচালয় তৈরিতে বরাদ্দ লেখা আছে প্রায় ১৯ লক্ষ, তারপরেও কাজ হয়নি! ওই বরাদ্দকৃত টাকা কেউ বা কারা আত্মসাৎ করেছে বলে তাঁরা অনেকে আশঙ্কাপ্রকাশ করছেন।

মালদায় অটো থেকে বাজেয়াপ্ত ১৫ লক্ষ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বিধানসভা ভোটের মুখে নাকা তল্লাশি চালানোর সময় তিন চাকার একটি অটো গাড়ি থেকে কাপড়ের ব্যাগ বন্দি অবস্থায় উদ্ধার হল প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। যদিও এই টাকা উদ্ধারের পর ওই অটোতে থাকা যাত্রীরা কেউ স্বীকার করেন নি। ফলে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর কর্তারা এত বিপুল পরিমাণ টাকা বাজেয়াপ্ত করলেও প্রকৃত মালিকের সন্ধান পায় নি। পুরো বিষয়টি নিয়ে ওই অটো চালককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। সোমবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে রতুয়া কেন্দ্রের পুখুরিয়া থানার বরকোল এলাকায়। এই বরকোল এলাকার নাকা চেকিং পেরিয়ে রয়েছে ইংরেজবাজার থানায় এলাকা। ফলে পুলিশের অনুমান, নির্বাচনের মুখে এত বিপুল পরিমাণ টাকা কোথাও সরবরাহ করা হচ্ছিল। হয়তো বৈধ নথি না থাকার কারণে ওই অটোতে থাকা প্রকৃত মালিক গ্রেপ্তারের ভয়ে সামনে আসেন নি। ওই অটো চালক ফেরদৌস আলম অবশ্য জানিয়েছেন, এই বিষয়ে তার কিছু জানা নেই। কোনও যাত্রী হয়তো এই টাকাগুলি রেখে অস্বীকার করেছে। বিষয়টি পুলিশ প্রশাসন তদন্ত করে দেখবে।

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পুর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কোলকাতা

L&T Finance

দখল বিজ্ঞপ্তি
[রুল–8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যাণ্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যাণ্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট অ্যাক্ট 2002–এর অধীনে এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স লিমিটেড (পূর্বেকার এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স হোল্ডিংস লিঃ)–এর অনুমোদিত আধিকারিক হওয়ায় এবং সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, 2002–এর [রুল 3] সহ পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ধারা 13(12) দ্বারা নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করে, দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে পেমেন্ট/আদায় পর্যন্ত অধিকন্তু সুদ ও অন্যান্য মাসুল সহ একত্রে কথিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে 60 দিনের মধ্যে নিম্নে যুক্ত করা দাবি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অর্থ পরিমাণ পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারদের তলব করে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ অর্থ পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/সহ–ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ এবং সর্বসাধারণের কাছে বিজ্ঞপ্তি দিচ্ছেন যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এই বিজ্ঞপ্তিতে উক্ত রুলের রুল 8 সহ পঠিত উক্ত অ্যাক্টের ধারা 13 অধীনে তাঁর উপর নিহিত ক্ষমতা ব্যবহার করার অধীনে এরমধ্যে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ		তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
			তারিখ	বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	
H1453428072106022 8, H1453422072105484 2, DELHL20000124	1. অমিত কুমার – ঋণগ্রহীতা 2. রজনীশ সিং, রাজেন্দ্র সিং, চন্দ্রকান্তি সিং এবং চন্দ্র ইনফ্রাস্ট্রাকচার (ইহার মালিক অমিত কুমার–এর মাধ্যমে) – সহ–ঋণগ্রহীতা	অনুসূচি-। সমস্ত খণ্ড ও অংশ রাজস্ব মুক্ত 15 কাঠা 14 ছটাক 31 বর্গফুট আয়তন সম্বলিত জমির সঙ্গে একত্রে আরটিএস কাঠামো, যেটা কোলকাতা কর্পোরেশনের মিউনিসিপ্যাল সীমার মধ্যে পরিসর নং 28/3, ওমদারাজা লেন, 24 পরগণা জেলাতে, পূর্বতন থানা বেলেঘাটা, বর্তমানে নারকেলডাঙ্গা, সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস শিয়ালদহের এক্তিয়ারের মধ্যেই নারকেলডাঙ্গা মৌজাতে, 24 পরগণার কালেকটরের সরকারি খাস মহল ডেহি পঞ্চাননগ্রাম, তৌজি নং 2833–তে অন্তর্ভুক্ত থাকা ডিভিশন III, সাব–ডিভিশন 20–তে, হোল্ডিং নং 8'য়ে অবস্থিত এবং নিম্নরূপে সীমানাবদ্ধ :– পূর্বদিকে: ওমদারাজা লেন; পশ্চিমদিকে: কয়লার ডিপো এবং পূর্ব রেলের রেলওয়ে সাইডিং; উত্তরদিকে: লক্ষ্মী জুট মিলের দিকে যাওয়া রেলওয়ে সাইডিংয়ের লাইন; দক্ষিণদিকে: পরিসর নং 28/1 এবং 28/3, ওমদারাজা লেন এবং ওমদারাজা লেন থেকে কথিত পরিসরের দিকে যাওয়া প্যাসেজ	08-01-2026	06/01/2026 তারিখের হিসাবে টাঃ3,35,68,651.41/- (টাকা তিন কোটি পঁয়ত্রিশ লাখ আটষট্টি হাজার ছ'শো একান্নএবং একচল্লিশ পয়সা মাত্র)	06-04-2026 প্রতীকমূলক দখল

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

তারিখ: 08.04.2026
স্থান: কোলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

১১ এপ্রিল কালনায় বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা নরেন্দ্র মোদীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: আগামী ১১ এপ্রিল পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা থানার মছলন্দপুরের সিমলন মাঠে বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা করতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর এই সভাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই এলাকাজুড়ে বাড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ, আর সেই সভাকে সফল করতে জোরকদমে চলছে প্রস্তুতি।

মঙ্গলবার মাঠ পরিদর্শন করেন বিজেপির জেলা ও স্থানীয় নেতৃত্ব। মঞ্চ নির্মাণ থেকে শুরু করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, জনসভার জন্য প্রবেশ ও নির্গমন পথ, সব দিক খতিয়ে দেখা হয় খুঁটিয়ে। সভাস্থল ঘিরে কর্মীদের ব্যস্ততা ছিল চোখে পড়ার মতো। কোথাও চলছে মঞ্চ তৈরির কাজ, কোথাও আবার সাজানো হচ্ছে ব্যারিকেড ও দর্শক বসার

ব্যবস্থা। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সভায় বিপুল জনসমাগমের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। সেই কারণে আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে আসার পরিকল্পনাও ইতিমধ্যে চূড়ান্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি, সভাস্থলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গেও সমন্বয় রেখে কাজ চলছে।

বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, প্রধানমন্ত্রীর এই সভা ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাই শেষ মুহূর্তে কোনও খামতি না রাখতে প্রস্তুতিতে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। সব মিলিয়ে, ১১ এপ্রিলের জনসভাকে কেন্দ্র করে মসলন্দপুর এখন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

বর্ধমান দক্ষিণ কেন্দ্রে ধাক্কা তৃণমূলের

আইনজীবী সদন তা'র বিজেপিতে যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বর্ধমানে তৃণমূল শিবিরে বড়সর ভাঙন, বিজেপি-তে যোগ দিলেন বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সদন তা। ভোটের মুখে বর্ধমান দক্ষিণে বড়সড় ভাঙন শাসক শিবিরে এমনটাই মনে করছে জেলা রাজনৈতিক মহল। তৃণমূল কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত মুখ, বর্ধমান বার অ্যাসোসিয়েশনের একাধিকবারের সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক সদন তা ঘাসফুল শিবির ত্যাগ করে পদ্ম শিবিরে নাম লেখালেন। মঙ্গলবার বর্ধমানের ঐতিহাসিক কার্জন গেট চত্বরে আয়োজিত বিজেপির একটি জনসভায় উত্তরপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে গেরুয়া পতাকা তুলে নেন তিনি। বিজেপিতে যোগদানের পর সাংবাদিকদের মুখে মুখি হয়ে সদন বাবু তৃণমূলের বর্তমান পরিস্থিতির ওপর তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন। তাঁর দাবি, বর্তমান তৃণমূল আর আগের সেই ত্যাগের, আদর্শে চলা দল নেই। তাঁর দলত্যাগের প্রধান কারণগুলি হল, পুরানো কর্মীদের অবজ্ঞা, ২০১১ সালের আগে যখন সিপিএমের অত্যাচারে তৃণমূল কর্মীরা জর্জরিত ছিলেন, তখন তিনি ও তাঁর সহযোগীরা বিনা পয়সায় আইনি লড়াই চালিয়েছেন। বর্তমানে সেই

ত্যাগী কর্মীদের সরিয়ে নব্য তৃণমূলীরা দলের রাশ দখল করেছে। তিনি জানান, দলের অন্দরে বর্তমানে এক প্রকার 'দাসত্ব' চলছে, যেখানে মুখ খোলার স্বাধীনতা নেই। একের পর এক দুর্নীতি এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে দলের নেতাদের খারাপ ব্যবহার তাঁকে ব্যথিত করেছে। তাঁর অভিযোগ, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে উস্কানিমূলক বক্তব্য ছড়িয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করার চেষ্টা করছে বর্তমান শাসক দল। রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের নাম ব্যবহার করে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বদনাম করা এবং মানুষের কাছে ভুল তথ্য পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি একজন আইনজীবী হিসেবে তিনি মেনে নিতে পারেননি। তৃণমূলের শেষের শুরু। সদন তা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানান, তিনি একা নন, আরও অনেক আইনজীবী তিতবিরক্ত হয়ে বসে আছেন। তিনি বলেন, তিনি আজ পথ দেখালেন। বহু আইনজীবী আছেন যারা সরাসরি এখন সামনে আসতে পারছেন না। তবে ৪ মে পর তাঁরা গণহারে বিজেপিতে যোগ দেবেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ ও বর্ধমানে বিজেপিই ক্ষমতায় আসছে। রাজনৈতিক গুরুত্ব সদন তা বর্ধমান বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রায় ১২ থেকে ১৪ বার সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর ছেলে তৃণমূলের আইনজীবী সেলের একজন বরিষ্ঠ নেতা হিসেবে পরিচিত। ফলে এমন একজন পোড়খাওয়া নেতার দলত্যাগ বর্ধমান দক্ষিণের তৃণমূল সংগঠনে বড়সড় ধাক্কা বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

দুই প্রার্থীর যুগলবন্দিতে চাঙ্গা গোঘাট বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়া বিধানসভার দাপুটে বিজেপি প্রার্থী বিমান ঘোষ। তিনি এবার নিজের বিধানসভায় ভোট প্রচারের পাশাপাশি গোঘাটের বিজেপি প্রার্থী প্রশান্ত দিগারের হয়ে নিজের গ্রামে ভোট প্রচার করলেন। দুই বিজেপি প্রার্থীকে কাছে পেয়ে উচ্ছ্বসিত ওই এলাকার মানুষ। গোটা গোঘাট বিধানসভার বহু বিজেপি কর্মী দুই বিজেপি প্রার্থীকে বরন করে নেন। কয়েক হাজার বিজেপি কর্মী, সমর্থক মিছিলে সামিল হন। বাড়ি বাড়ি প্রচার করেন গোঘাটের বিজেপি প্রার্থী প্রশান্ত দিগার। এই বিষয়ে পুরশুড়ার বিজেপি প্রার্থী বিমান ঘোষ বলেন, 'আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে, এই অরাজকতা থেকে পশ্চিমবঙ্গকে মুক্ত করতে একই সাথে গোঘাট বিধানসভায় বিজেপিকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার অঙ্গীকার নিয়ে গোঘাটের বিজেপি প্রার্থী প্রশান্ত দিগারের সমর্থনে আমার নিজের বুথে তেলিগ্রামে প্রচারে সামিল হলাম।' প্রসঙ্গত, বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সাতটি বিধানসভাতেই একজন জনপ্রিয় ব্যক্তি। বর্তমানে রাজ্য রাজনীতিতেও একজন পরিচিত নাম। এই রখম এক ব্যক্তিকে গোঘাটের বিজেপি প্রার্থী প্রশান্ত দিগার ভোট প্রচারে পাশে বাড়তি রাজনৈতিক সমর্থন পেলেন বলা যায়। বিমান ঘোষ গোঘাটের বিজেপি প্রার্থীর হয়ে ভোট প্রচার করায় চাপে পড়ে যায় তৃণমূল শিবির। এমনতেই বহিরাগত ইস্যু ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতির প্রশ্নে গোঘাটের তৃণমূল প্রার্থী ডাঃ নির্মল মাঝি গোঘাট জুড়ে ব্যাকফুটে রয়েছেন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। কেননা তিনি একশ্রেণির সংবাদমাধ্যমে যে সব বক্তব্য রেখেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। এই বিষয়ে প্রশান্ত দিগার বলেন, 'গোঘাট বিজেপির শক্ত ঘাঁটি। এই ঘাঁটি তৈরি করার মূল কারিগর বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ। তিনি পুরশুড়ার বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি আমার বিধানসভায় ভোট প্রচার করলেন। এতে আমি কৃতজ্ঞ। তাছাড়া গোঘাটের মানুষ বিমান দাকে কাছে পেয়ে আপ্লুত। এবারও বিজেপি তার জয় নিশ্চিত করবেই।' সবমিলিয়ে এখন দেখার গোঘাটের মানুষ কি রায় দেয়।

আগামীকাল আসানসোলে নরেন্দ্র মোদীর সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে আগামী ৯ এপ্রিল আসানসোলে আসছেন নরেন্দ্র মোদী। মোদীর সভা ঘিরে বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীদের উন্মাদনা তুঙ্গে। মঙ্গলবার এই বিষয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন করা হয় বিজেপি জেলা পার্টি অফিসে। এই সম্মেলনে পশ্চিম বর্ধমানের বিজেপির সাতজন প্রার্থী উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও স্কুটনীর কারণে উপস্থিত হতে পারেননি পাণ্ডবেশ্বর এর প্রার্থী জিতেন্দ্র তেওয়ারি। কিন্তু বাকি সব প্রার্থী এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিম বর্ধমানের বিজেপি জেলা সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য বলেন, 'পশ্চিম বর্ধমান আগামী নির্বাচনে বিজেপিকে দু'হাত ভরে আশীর্বাদ করবে। এই বিশ্বাসেই প্রধানমন্ত্রী আসানসোলে সভা করতে আসছেন। আসানসোলের সভা হবে পোলো গ্রাউন্ডে।' দেবতনুর দাবি, এক লক্ষেরও বেশি জনসমাগম হবে। পশ্চিম বর্ধমান ছাড়াও এই জেলার সংলগ্ন বাঁকুড়ার তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি সমর্থকরা নরেন্দ্র মোদির বার্তা শুনতে আসবে। তিনি বলেন, 'কারো যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে জল এবং স্বেচ্ছা সেবক মোতায়ন করা হবে। দশটার মত অ্যাম্বুলেন্স এবং মেডিক্যাল টিম মোতায়েন থাকবে।' উল্লেখ্য ইতিমধ্যেই পোলো গ্রাউন্ড দখল নিয়েছে এসপিজি। নিরাপত্তার যেন কোন খামতি না থাকে তার জন্য কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে।

চন্দননগরে মনোনয়ন জমাকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপি সংঘাত

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চন্দননগর মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপি সংঘাত। মঙ্গলবার দুই পক্ষের মিছিল মুখে মুখি হতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। রাস্তার মাঝেই বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। দফায় দফায় স্লোগান ও পালটা স্লোগানে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়।

এদিন তারকেশ্বরের তৃণমূল প্রার্থী রামেন্দ্র সিংহ রায় এবং হরিপালের বিজেপি প্রার্থী মধুমিতা ঘোষ মনোনয়ন জমা দিতে এসেছিলেন। এ ছাড়াও সিঙ্গুরের অরূপকুমার দাস এবং তারকেশ্বরের বিজেপি প্রার্থী সন্তু পান মনোনয়ন জমা দিতে চন্দননগর মহকুমা শাসকের দপ্তরে হাজির হন। তারকেশ্বরের বিজেপি প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই শুরু হয় সংঘাত। দুই দলের সমর্থকরা একে অপরের মুখে মুখি হয়ে 'জয় বাংলা' এবং 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিতে থাকেন।

নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী মনোনয়ন কেন্দ্রের নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে জমায়েত করা নিষিদ্ধ। তা সত্ত্বেও কী ভাবে মহকুমা শাসক দপ্তরের একেবারে সামনে দু'দলের এত সমর্থক জড়ো হলেন, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। তবে আগে থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ মোতায়েন থাকায় বড় সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়েছে। পরে, পুলিশ অতিরিক্ত বাহিনী নিয়ে এসে দু'পক্ষের সমর্থকদের জমায়েত ছত্রভঙ্গ করে দেয়। বর্তমানে ব্যারিকেড দিয়ে পুরো এলাকা ঘিরে রেখেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া যাতে বিঘ্নিত না হয়, তার জন্য চন্দননগর মহকুমা শাসক দপ্তরের সামনে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে।

চন্দননগর এসডিও অফিসে মনোনয়নপত্র জমা দিচ্ছেন চন্দননগর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ইন্দ্রনীল সেন।

আইপিএল-জুয়ায় হার!

বাড়িতে ভিডিওকল করে আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বাড়ির সদস্যদের ভিডিও কল করে মৃত্যুর কথা জানিয়ে আত্মঘাতী হলেন যুবক। মৃত্যুর আগে আইপিএল ক্রিকেট ম্যাচে বেটবাজি খেলে লাখ টাকা হেরে যাওয়ার কথাও জানায় ওই যুবক বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার সকালে বাড়ি থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে ওই যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাঁজরা গ্রামে। পরে মৃতদেহটি উদ্ধার করে তদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম অপু পোদ্দার (২৬)। পরিবারে তাঁর স্ত্রী ও তিন বছরের নাবালক পুত্র সন্তান এবং বৃদ্ধ বাবা ও মা রয়েছেন। পেশায় পুরাতন মালদা নারায়ণপুর এলাকার একটি গোডাউনের কর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন ওই যুবক। পুলিশ সূত্রে খবর, কিছুদিন আগে আইপিএল ক্রিকেট খেলা শুরু হয়েছে। স্থানীয় এক সুদ ব্যবসায়ীর কাছে চড়া সুদে প্রায় এক লক্ষ টাকা ধার নিয়েছিলেন, সেই টাকা ক্রিকেটের বেটবাজিতে হেরে যান। ফলে মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটিয়েছেন। মৃতের স্ত্রী ঋতু পোদ্দারের জানিয়েছেন, 'সোমবার দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল স্বামী। সন্ধ্যার সময় যখন ওকে ফোন করি , তখন স্যুইচ অফ বলে। এরপর রাতে বাড়ি ফিরে না আসায় আমরা এদিক-সেদিক খোঁজাখুঁজি করি। এদিন গভীর রাতে আমাকে ভিডিও কল করে শাশুড়িকে দেখতে চায়। মা এবং আমি দু'জন একসঙ্গেই মোবাইলের সামনে এসে দাঁড়াই। তখন ও বলে ক্রিকেট জুয়াতে এক লাখ টাকা হেরে গিয়েছি। এই টাকা বিভিন্ন জায়গা থেকে চড়া সুদে নিয়েছিলাম। গরিবের সংসারে এত টাকা মহাজনিদের শোধ করতে পারবো না। তাই চিরজীবনের জন্য বিদায় নিচ্ছি। তোমরা ভালো থেকো। তারপরে মোবাইলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।' রাতভর বাড়ির সকলেই বিভিন্নভাবে খোঁজাখুঁজি শুরু করি। এদিন সকালে লোক মারফত জানতে পারি এলাকার একটি পরিত্যক্ত বাড়িতেই দেহ স্বামীর দেহ ঝুলছে। মৃত যুবকের বাবা উজ্জ্বল পোদ্দার বলেন, 'এলাকায় এই ধরনের ক্রিকেট খেলাকে ঘিরে ব্যাপক জুয়া চলছে। সে ব্যাপারে পুলিশ অভিযান চালাক।' পুরাতন মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বেটভাজি চক্র ধরতেই অভিযান চালানো শুরু হয়েছে। মৃত যুবকের মোবাইলটি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

পুরুলিয়ায় মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফের পুরুলিয়ার বলরামপুর থানার অন্তর্গত ঘাটবেড়া এলাকায় মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। তবে এবারের নিশানায় বনদপ্তর। মঙ্গলবার সকালে বলরামপুর রেঞ্জের ঘাটবেড়া বিট কার্যালয়ের দেওয়ালে একাধিক পোস্টার সাঁটানো অবস্থায় দেখতে পান স্থানীয়রা। এই ঘটনার কয়েকদিন আগে এলাকার সাধারণ মানুষের বাড়ির দেওয়ালে মদ বিক্রি বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়ে মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার পড়লেও, এবার সরাসরি বনদপ্তরের বনকর্মীদের নিশানা করা হয়েছে। সাদা পাতার ওপর লাল কালিতে পোস্টার গুলিতে লেখা রয়েছে 'এবার খেলা শুরু হল। জনগণের রায় আমাদের রায়। জনগণ চাইছে তাই আমরা সব দুর্নীতি আর সইব না। ফরেস্ট তোমাদের জানানো হচ্ছে যে, তোমরা ঠিক মতো তোমাদের কাজ করছ না। তোমরা সাবধান হয়ে যাও। জঙ্গলের কাঠ কাটা চলবে না।' এছাড়াও আরও অন্য পোস্টারগুলিতে লেখা ছিল, 'ইন্দ্রাবাসের ঘর যারা পায়নি তাদের অবিলম্বে ঘর দিতে হবে। না হলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।' এই ধরনের মাওবাদী নামাঙ্কিত পোস্টার উদ্ধারের ঘটনায় নির্বাচনের আগে এদিন ফের আতঙ্ক ছড়ায়। এদিকে খবর পেয়েই বলরামপুর থানার পুলিশ পোস্টারগুলি উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে।

পুরুলিয়ার ডিএফও অঞ্জন গুহ বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের আচরণ বিধি লাগু থাকায় এই বিষয়ে বিশেষ কিছু মন্তব্য করতে পারব না। আমরা প্রশাসনিক ভাবে ব্যাপারটা খতিয়ে দেখছি।'

বুলডোজার নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা গলসির বিজেপি প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: 'বুলডোজার নিয়ে তৃণমূলকে নয়, বিজেপি নিজেই নিজেদের উৎখাত করবে। তাই বিজেপি প্রার্থী মনোনয়ন পত্র জমা দিতে বুলডোজার নিয়ে এসেছেন' বলে মন্তব্য করলেন তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেত্রী জুন মালিয়া। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমানের গলসির বিজেপি প্রার্থী রাজু পাত্র মনোনয়ন পত্র দাখিল করতে জেলাশাসকের দপ্তরে আসেন বুলডোজার নিয়ে। তবে বর্ধমান স্টেশন মোড়ে বিজেপি প্রার্থীর বুলডোজার পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে আটকে দেওয়া হয়। তার এই বুলডোজার নিয়ে আসাকে কটাক্ষ করেন জুন মালিয়া।

ভোট যত এগিয়ে আসছে ততই নির্বাচনী পারদ চড়ছে। বাড়ছে প্রচারের ঝাঁঝ। মঙ্গলবার বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী খোকন দাসের সমর্থনে প্রচারে আসেন অভিনেত্রী তথা সাংসদ জুন মালিয়া। হুড খোলা গাড়িতে চেপে তৃণমূল প্রার্থী খোকন দাসকে সঙ্গী করে বর্ধমান শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের আলুডাঙা, ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাজেপ্রতাপপুরে নির্বাচনী প্রচার সারেন। তারপর তিনি যান ৬ নম্বর ওয়ার্ডের লোকো কোয়ার্টারে। সেখানে জুন মালিয়া কোয়ার্টারের হিন্দি ভাষি মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেন। পাশাপাশি তিনি বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী খোকন দাসকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। এসআইআর প্রসঙ্গে জুন মালিয়া বলেন, 'আইনের উপর আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর ভরসা রাখুন।'

দুর্গাপুরে তৃণমূলের পতাকা পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে নির্বাচনের আগে ফের উত্তেজনা ছড়াল রাজনৈতিক ঘটনাকে ঘিরে। দুর্গাপুরের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের নেপালি পাড়া এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা পুড়িয়ে দেওয়া এবং প্রার্থীর সমর্থনে লাগানো ফ্লেক্স ব্লেড দিয়ে কেটে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, সোমবার রাতে এলাকার একটি বাড়িতে লাগানো তৃণমূলের পতাকায় দুষ্কৃতীরা আগুন ধরিয়ে দেয়। সেই আগুন বাড়ির জলের পাইপেও ছড়িয়ে পড়ে। যদিও অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা এড়িয়ে যান বাড়ির বাসিন্দারা। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে। তিন নম্বর ব্লক তৃণমূল কিষাণ সেলের সভাপতি শেখ আজগর আলীর দাবি, 'দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে আসন্ন নির্বাচনে পরাজয় নিশ্চিত বুঝেই বিজেপি রাতের অন্ধকারে এই ধরনের নাশকতামূলক কাজ করছে।' অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। দলের দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রের প্রার্থী লক্ষ্মণ ঘোড়ুই পাল্টা দাবি করেন, 'সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতেই তৃণমূল পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটাচ্ছে।' এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও তীব্র হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলির ফ্লেক্স ছেঁড়া বা পতাকায় আগুন লাগানোর মতো ঘটনাকে ঘিরে রাজনীতির পারদ ক্রমশ চড়ছে। ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই উত্তেজনা বাড়বে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

দুর্গাপুরে ট্রাইব্যুনালের লম্বা লাইনে আতঙ্কে ভোটাররা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে চরম ভোগান্তির ছবি সামনে এল ভগৎ সিং স্টেডিয়ামে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই ট্রাইব্যুনালে আবেদন জানাতে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় বহু মানুষকে। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ায় সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ নাগরিকরা। অনেকেই অভিযোগ করেন, নাম পুনরায় অন্তর্ভুক্তির জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়েও দ্রুত সমাধান মিলছে না। ফলে চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন আবেদনকারীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে স্টেডিয়াম চত্বরে মোতায়েন করা হয়েছে রাজ্য পুলিশের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীও। নিরাপত্তা জোরদার করা হলেও ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও পরিষেবা প্রদানে নানা সমস্যার অভিযোগ উঠে আসছে। ভোটারদের একাংশ জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট সময়ে প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় বারবার আসতে হচ্ছে, যা তাঁদের জন্য বাড়তি দুর্ভোগ তৈরি করছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনামুখী: মঙ্গলবার সোনামুখীর এক স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকগণ বর্নাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে গ্রাম পরিক্রমা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদযাপন করেন। পরে স্কুলের সভাকক্ষে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের ইতিহাস এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন শিক্ষকরা। রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে ১৯৫০ সালের ৭ এপ্রিল এই দিনটি থেকে প্রতিবছরই স্বাস্থ্য দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে সারা পৃথিবীতে। প্রতিবছর স্বাস্থ্য দিবস একটা নির্দিষ্ট প্রতিপাদ্য বিষয় বা মূল ভাবকে নিয়ে পালিত হয়। এবছর ২০২৬ সালের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়, 'স্বাস্থ্যের জন্য একসঙ্গে বিজ্ঞানের পাশে দাঁড়ান।' বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক আনন্দময় ঘোষ বলেন, ' ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এই অনুষ্ঠানের আয়োজন। কথায় বলে শরীরং ব্যাধিরম মন্দিরম অর্থাৎ শরীর ব্যাধির মন্দির। শরীর থাকলে তার ব্যধিও থাকবে। আমরা জানি 'স্বাস্থ্যই সম্পদ'। তাই আমাদের প্রয়োজন সুস্থ জীবন।'

হিংসামুক্ত ভোটের আর্জি নিয়ে প্রচারে বাউলশিল্পী

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। তবে এর মধ্যেই ভিন্ন ছবি ধরা পড়ল পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডালে। অন্ডাল পোস্ট অফিস মোড়ে আজ এক অভিনব সচেতনতা প্রচার লক্ষ্য করা গেল। হাতে বিশেষ বার্তা এবং মুখে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার আহ্বান নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি। তার মূল লক্ষ্য, গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে একটি অবাধ ও হিংসামুক্ত নির্বাচন। ছবির মতো সুন্দর সাজানো কোনো মঞ্চ নেই, নেই কোনো রাজনৈতিক

পতাকা। হাতে ধরা একটি বোর্ড, যাতে লেখা নির্বাচন কমিশনের বিশেষ আবেদন। অন্ডাল পোস্ট অফিস মোড়ে মঙ্গলবার এভাবেই ভোটারদের সচেতন করতে দেখা গেল এক ব্যক্তিকে। নির্বাচনের দিন যাতে কোনো অশান্তি না হয়, সাধারণ মানুষ যাতে নির্ভয়ে বুথে গিয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সেই বার্তাই দিচ্ছেন তিনি। তাঁর আবেদন কেবল অন্ডালের জন্য নয়, বরং গোটা পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন কমিশন, প্রশাসনিক আধিকারিক এবং সাধারণ জনগণের কাছে। তিনি মনে করেন, 'গণতন্ত্রের উৎসবে হিংসার কোনও স্থান নেই। আমি নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের কাছে আবেদন করছি যাতে তারা শান্তিপূর্ণভাবে ভোটদান করেন। কোনো উস্কানিতে পা না দিয়ে উৎসবের মেজাজে ভোট দিন।' অন্ডালের ব্যস্ততম এই মোড়ে পথচলতি সাধারণ মানুষও তার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে যখন জেলাজুড়ে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে, তখন অন্ডালের এই সাধারণ মানুষের শান্তি-বার্তা এক অন্য মাত্রা রাখে।

ভোট 'গণতন্ত্রের উৎসব'

আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের স্বাগত জানাল নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি শুরু করল নির্বাচন কমিশন। 'ইন্টারন্যাশনাল ইলেকশন ভিজিটর্স প্রোগ্রাম-২০২৬' উদ্বোধন করলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার।

উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, ভারতে নির্বাচনকে 'গণতন্ত্রের উৎসব' হিসেবেই দেখা হয় এবং সেই ভাবনা নিয়েই নির্বাচন পরিচালনা করে কমিশন।

এই কর্মসূচির প্রথম পর্যায়ে ২৩টি দেশের ৪৩ জন প্রতিনিধি অংশ নিচ্ছেন। তাঁরা ৮ ও ৯ এপ্রিল অসম, কেরল এবং পুদুচেরিতে গিয়ে সরেজমিনে ভোট প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করবেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিরা পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ু সফরে আসবেন ২০ এপ্রিল থেকে। সেখানে ভোটের প্রস্তুতি, কন্ট্রোল রুম, মিডিয়া মনিটরিং সেন্টার-সহ বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা ঘুরে দেখবেন তাঁরা।

এদিন প্রতিনিধিদের ইভিএম ব্যবহারেরও ডেমোনস্ট্রেশন দেওয়া হয় এবং মক পোলের মাধ্যমে ভোটদানের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়।

নির্বাচন কমিশনের মতে, এই কর্মসূচির মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নির্বাচন ব্যবস্থাপনার সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থার শক্তি তুলে ধরাই মূল লক্ষ্য।

ফের অশান্ত মণিপুর, মৃত ২ শিশু, জারি কার্ফু

বিএসএফ জওয়ানের বাড়িতে রকেট হামলা

ইম্ফল, ৭ এপ্রিল: ফের অগ্নিগর্ভ মণিপুর। সোমবার রাতে মণিপুরের বিষ্ণুপুর জেলায় এক বিএসএফের বাড়ি লক্ষ্য করে রকেট হামলা করে কুকি জঙ্গিরা। এই ঘটনায় বিএসএফের এক শিশুকন্যা ও ৫ বছরের বালকের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন এক মহিলা। এই ঘটনায় নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে উত্তর-পূর্বের রাজ্যটি। ঘটনার জেরে মণিপুরের ৫টি জেলায় কার্ফু জারি করার পাশাপাশি ৩ দিনের জন্য বন্ধ করা হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, কোনও রকম মিথ্যা তথ্য ও গুজব রুখতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ৭ এপ্রিল দুপুর ২টো থেকে ৫ জেলায় ৩ দিনের জন্য বন্ধ থাকবে ইন্টারনেট পরিষেবা। দুই শিশুকে হত্যার ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী খেমাচন্দ সিং। তিনি বলেন, 'বর্বোরচিত হামলা চালানো হয়েছে। এটি মণিপুরের শান্তি বিঘ্নিত করার ষড়যন্ত্র। আমি এই হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। যে বা যারা দোষী তাদের খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। কোনওভাবেই এই ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বরদাস্ত করব না।' পাশাপাশি ইম্ফলের হাসপাতালে মৃত শিশুদের আহত মায়ের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাত ১টা নাগাদ বিষ্ণুপুর জেলার মোইরাং ট্রোংলাওবি এই হামলা চালানো হয়। সন্দেহভাজন বেশ কয়েক জঙ্গি ওই বিএসএফ জওয়ানের বাড়ি লক্ষ্য করে রকেট হামলা চালায়। ঘটনার সময় বাড়ির সদস্যরা ঘুমোচ্ছিলেন। ঘুমের মধ্যেই মৃত্যু হয় ৫ মাস বয়সি শিশুকন্যা ও ৫ বছরের এক ছেলের। গুরুতর জখম হন তাদের মা। মর্মান্তিক এই ঘটনার পর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা বিষ্ণুপুর জেলা। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী দল বেঁধে হামলা চালায় ট্রোংলাওবি এলাকা থেকে ২০০ মিটার দূরে স্থানীয় সিআরপিএফ ক্যাম্পে হামলা চালায়। ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয় সেখানে। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় গাড়িতে। শোনা যায় গুলির শব্দও। এই ঘটনায় ৪ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। মৈরাং থানার সামনেও টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায় জনতা। বন্ধ করে দেওয়া হয় যানচলাচল।

ট্রাম্পের হুমকির পালটা

পাওয়ার প্ল্যান্টগুলিতে মানববন্ধনের ডাক ইরানের

তেহরান, ৭ এপ্রিল: সমঝোতায় রাজি না হলে মঙ্গলবার রাত ৮টার পর ইরানের পাওয়ার প্লান্ট ও সেতুগুলিতে ভয়ংকর হামলা চালানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। যদি এই ধরনের কোনও হামলা হয় তবে কার্যত বিকলাঙ্গ হয়ে যাবে ইরান। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমেরিকার উপর চাপ বাড়িয়ে এবার সমস্ত পাওয়ার প্লান্টগুলিতে মানব বন্ধনের ডাক দেয় ইরান সরকার। মঙ্গলবার দুপুর ২টোর মধ্যে দেশের সমস্ত যুবক ও অ্যাথেলিটদের পাওয়ার প্লান্টগুলির সামনে জড়ো হওয়ার আবেদন জানানো হয়।

মার্কিন হুমকির কাছে নাথানত করতে নারাজ ইরান। তাদের নৌসেনার তরফে জানানো হয়েছে, 'এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জলপথের ওপর বিদেশি আধিপত্যের যুগ নিশ্চিতভাবেই শেষ হয়ে গিয়েছে। হরমুজ প্রণালী আর আগের অবস্থায় কখনওই ফিরবে না। বিশেষ করে আমেরিকা ও ইহুদি দেশের (ইজরায়েল) জন্য।' পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে ইরান তাদের সার্বভৌম ও মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা রক্ষা করেই যাবে। এই অবস্থায় আমেরিকাকে রুখতে মানবতাকে ঢাল করল ইরান।

মার্কিন আগ্রাসনকে রুখে দিতে ইরানের ক্রীড়া মন্ত্রকের তরফে বিশেষ আবেদন জানানো হয়েছে দেশের সমস্ত যুবসম্প্রদায়ের কাছে। মন্ত্রী বলেন, এই মানব বন্ধন তৈরির প্রস্তাব দেশের যুবসম্প্রদায়ের কাছ থেকেই এসেছে। তিনি বলেন, 'ইরানের সকল যুবক, শিক্ষার্থী ও শিল্পীদের এক হয়ে এই লড়াইয়ে অংশ নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, এটা হবে একটি প্রতীকী বিক্ষোভ যা আমেরিকাকে দেখিয়ে দেবে, কারও আগ্রাসনের কাছে মাথা নত না করে আমাদের দেশের তরুণরা তাঁদের সম্পদ রক্ষা ও দেশবাসীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়তে বদ্ধপরিকর।'

উল্লেখ্য, ইরান যুদ্ধের জেরে এক মাসের বেশি সময় ধরে অবরুদ্ধ হরমুজ প্রণালী। জ্বালানি সংকটে ভুগছে গোটা পৃথিবী। দোষের ভাগিদার হচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই অবস্থায় গত রবিবারই তিনি বড় হুমকি দিয়েছেন তেহরানকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁকে লিখতে দেখা গিয়েছে, 'মঙ্গলবার ইরানে একই সঙ্গে বিদ্যুৎকেন্দ্র দিবস এবং সেতু দিবস পালিত হবে। আগে যেমনটা হয়নি!'

এক ধাক্কায় অনেকটা ভাড়া বাড়াল এয়ার ইন্ডিয়া

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের জেরে জ্বালানি সংকট। এক ধাক্কায় অনেকটা ভাড়া বাড়াল এয়ার ইন্ডিয়া। জানা গিয়েছে, জ্বালানির সারচার্জ বৃদ্ধি করার ফলেই বিমান ভাড়ার উপরে প্রভাব পড়েছে। অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক সব রুটেই ভাড়াবৃদ্ধি হয়েছে।

বিমান সংস্থাটি এবার একক ফি-এর বদলে দূরত্বভিত্তিক জ্বালানি সারচার্জ চালু করছে। অর্থাৎ, এখন থেকে যাত্রীরা কত দূরত্ব ভ্রমণ করছেন, তার ওপর নির্ভর করেই অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে। নতুন কাঠামো অনুযায়ী, ০-৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত স্বল্প দূরত্বের বিমানে অতিরিক্ত অর্থ দিতে হবে ২৯৯ টাকা, ৫০১-১০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত সফরে সারচার্জের পরিমাণ ৩৯৯ টাকা, ১০০১-১,৫০০ কিলোমিটার দূরত্বে যাত্রীদের দিতে হবে ৫৪৯ টাকা, ১৫০১-২০০০ কিলোমিটার দূরত্বে সারচার্জের পরিমাণ ৭৪৯ টাকা এবং ২০০০ কিলোমিটারের বেশি দূরত্বে সর্বোচ্চ ৮৯৯ টাকা সারচার্জ ধার্য করা হয়েছে। আগামী ৮ এপ্রিল সকাল ৯টা ১ মিনিট থেকেই এই নতুন হার কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক উড়ানের ক্ষেত্রে সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলিতে যাওয়ার জন্য খরচ পড়বে ২৪ মার্কিন ডলার অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় ২০০০ টাকার কিছু বেশি।

নাগপুরে আরএসএসের সদর দপ্তরের কাছে উদ্ধার বিস্ফোরক

নাগপুর, ৭ এপ্রিল: মঙ্গলবার নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) সদর দপ্তরের কাছে একটি বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে পুলিশ। কেন ওই বাড়িতে এত বিস্ফোরক মজুত করে রাখা হয়েছিল, তা স্পষ্ট নয়। বিস্ফোরক উদ্ধারের পরই নাগপুরে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। বিভিন্ন দিকে নাকা চেকিং চালাচ্ছে পুলিশ। শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযানও।

জারি সতর্কতা

জানা গিয়েছে, সংঘের সদর দপ্তর থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরে একটি বাড়ি থেকে বিস্ফোরক উদ্ধারকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ওই বাড়ি থেকে পাওয়া গিয়েছে জিলেটিন স্টিক, ৫৮টি ডিটোনেটর, বেশ কয়েকটি কানেক্টর এবং ১৫টি তাজা কার্তুজ। এত বিস্ফোরক কোথা থেকে এল, তা বুঝতে পারছেন না বাড়ির মালিকও।

বিষয়টি বাড়ির মালিক চিকিৎসক উজ্জ্বল লানজেওয়ারেরই প্রথমে নজরে আসে। তিনি দেখেন বাড়ি সামনের বাগানে তিনটি ব্যাগ পড়ে রয়েছে। ব্যাগগুলি খুলতেই বেরিয়ে পড়ে বিস্ফোরক। তৎক্ষণাৎ তিনি খবর দেন পুলিশে। খবর পাওয়ামাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় পুলিশ, বম্ব স্কোয়াড এবং ফরেনসিক দল। দ্রুত ঘিরে ফেলা হয় গোটা এলাকা। ওই বাড়িতে আরও কোথাও বিস্ফোরক লুকানো রয়েছে কি না, তার খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। আরএসএসের সদর দপ্তরের কাছে হওয়ায় এলাকাটি স্পর্শকাতর। নিরাপত্তাও জোরদার থাকে। কে বা কারা ওই বাড়িতে এত বিস্ফোরক মজুত করলেন, তা অনুসন্ধান চলছে।

গোয়ায় ব্যবসায়ী পুত্রের এসইউভির ধাক্কায় মৃত্যু তরুণীর

পানাজি, ৭ এপ্রিল: গোয়ায় এসইউভির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক তরুণীর। গুরুতর জখম তাঁর সঙ্গী। মৃতার নাম দীক্ষা পারওয়ারকর। তাঁর বন্ধু ডি অরুণকুমার আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি।

পুলিশ সূত্রে খবর, দীক্ষা এবং অরুণ গোয়ার একটি বিলাসবহুল হোটেলের কর্মী। রবিবার রাতে কাজ সেরে তাঁরা দু'জনে একটি বাইকে করে ফিরছিলেন। সেই সময় বাম্বোলিম-ডোনা পাওলা রোডে একটি এসইউভি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁদের বাইকে ধাক্কা মারে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বিলাসবহুল ওই গাড়িটি চালাচ্ছিলেন বছর একুশের তরুণ। গাড়িটি দ্রুত গতিতে ছুটছিল। সেই সময় সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টো দিক থেকে আসা একটি বাইককে ধাক্কা মারে। দু'জনেই ছিটকে পড়েন রাস্তায়। স্থানীয়েরাই দু'জনকে হাসপাতালে নিয়ে যান। গাড়িচালক যুবককে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেন। দু'জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকেরা দীক্ষাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের নাম দারিয়াস দিয়াস। তিনি গোয়ার এক জন বড় ব্যবসায়ী অ্যান্ড্রু দিয়াসের পুত্র। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৬ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHAVAN, BIDHANNAGAR

e-Quotation has been invited vide NIQ No. : **2560, 2561 & 2562 / PWD(BMC)**, dt. : **06.04.2026** for different type of Civil / Electrical Infrastructural Works under 116-Bidhannagar AC in connection to the ensuing WBLAGE – 2026.
Last date of Bid submission : **14.04.2026** up to **15:00 Hrs**. Date of bid opening : **16.04.2026** after **15:30 Hrs**.
Corrigendum, if any will be published in Website & Office Notice Board only. For details, please follow **www.wbtenders.gov.in**, Office Website : (**www.bmcwbgov.in**) & Office Notice Board.

Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

NOTICE

E.E Berhampore Division –I, PWD invites Urgent Short Notice Inviting Bid NO –01 OF 2026-27 for the work of-
1. Preparation of 03 nos. Helipad after necessary land development at Mangaljon ground for the Security Purpose in connection with the proposed visit of Hon'ble Prime Minister of India at Jangipur in the district of Murshidabad on 11.04.2026.
2. Erection of temporary Barricading along with iron netting around the helipad, view cutter, drop gate, preparation of approach road from Helipad to the Dais, Erection of temporary Barricading on either side of the approach road and other ancillary civil works for the Security Purpose in connection with the proposed visit of Hon'ble Prime Minister of India at Jangipur in the district of Murshidabad on 11.04.2026.
OFF-LINE SHORT NOTICE Urgent Short Notice Inviting Bid No –01 of 2026-27. The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division –I. Last date and time for receipt of application for Quotation documents on **08/04/2026 upto 01.00 PM.** Last date and time of issuance of Quotation documents on **08/04/2026 upto 02.00 PM.** Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope on **08/04/2026 upto 02.30 PM.** Opening of financial bid on **08/04/2026 at 03.00 PM.**

Sd/- Executive Engineer,
Berhampore Division-I P.W.D

ময়দান

বর্ষাপাড়ায় বৃষ্টির পর রানের ঝড়! মুম্বইকে উড়িয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক রাজস্থানের

নিজস্ব প্রতিবেদন: গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে বৃষ্টিবিঘ্নিত এক রোমাঞ্চকর ম্যাচে শেষ হাসি হাসল রাজস্থান রয়্যালস। নির্ধারিত সময়ে অঝোরে বৃষ্টি নামায় প্রায় তিন ঘণ্টা বিলম্বে শুরু হয় খেলা। তবে দীর্ঘ অপেক্ষার পর ম্যাচ শুরু হতেই দর্শকদের অপেক্ষা সার্থক হয়, কারণ আকাশ পরিষ্কার হতেই মাঠে শুরু হয় রানের ঝড়। সেই ঝড় তুলেই পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে ২৭ রানে হারাল রাজস্থান।

বৃষ্টির কারণে ম্যাচ কমিয়ে আনা হয় ১১ ওভারে। টস জিতে মুম্বই অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া প্রথমে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত যে বুমেরাং হয়ে দাঁড়াবে, তা হয়তো ভাবেননি তিনি। শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে ব্যাট করতে নামেন রাজস্থানের দুই ওপেনার বৈভব সূর্যবংশী এবং যশস্বী জয়সওয়াল। মাত্র ১৬ বলেই দলকে ৫০ রানে পৌঁছে দেন তারা, যা ম্যাচের গতিপথ নির্ধারণ করে দেয়।

প্রথম ওভারেই ট্রেন্ট বোল্টের বলে ২২ রান তোলেন রাজস্থানের ব্যাটাররা। এরপর যশস্বী ও বৈভব মিলে একের পর এক বোলারকে চাপে ফেলতে থাকেন। এমনকি জসপ্রীত বুমরাহর মতো বিশ্বমানের বোলারকেও রেয়াত করেননি তারা। বুমরাহর প্রথম ওভারেই জোড়া ছক্কা হাঁকান বৈভব সূর্যবংশী। মাত্র ১৪ বলে ৫টি ছক্কা মেরে ৩৯ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন তিনি।

অন্যদিকে, যশস্বী জয়সওয়াল ছিলেন আরও ভয়ংকর। ৩২ বলে ৭৭ রানের ঝোড়ো ইনিংসে তিনি মুম্বইয়ের বোলিং আক্রমণকে সম্পূর্ণভাবে ছিন্নভিন্ন করে দেন। তাঁর ইনিংসে ছিল একাধিক চার ও ছক্কার মার, যা রাজস্থানকে শক্ত ভিত গড়ে দিতে সাহায্য করে।

বৃষ্টিতেও থামেনি লিগ, সিএবির উন্নত পরিকাঠামোয় স্বস্তি বাংলার ক্রিকেটে

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে স্থানীয় ক্রিকেটে জোর, ছোট মাঠে অবিচল শ্রীমন্ত মল্লিকের লড়াই

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএলের চাকচিক্যের মাঝেও নীরবে নিজের কাজ করে চলেছে বাংলার ক্রিকেট সংস্থা। প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও স্থানীয় লিগের একাধিক ম্যাচ নির্বিঘ্নে আয়োজন করে ফের নজর কাড়ল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (সিএবি)। এই সাফল্যের পেছনে বড় ভূমিকা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন-এমনটাই মনে করছেন ক্রিকেটমহলের একাংশ। সোমবারই বৃষ্টির কারণে আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম পঞ্জাব কিংস ম্যাচ ভেস্তে গেলেও, পরেরদিনই সিএবির তৎপরতায় শহরের একাধিক মাঠ দ্রুত খেলার উপযোগী করে তোলা সম্ভব হয়। যদিও আন্তর্জাতিক মানের খেলায় চোটের ঝুঁকি এড়াতে আইপিএলে বৃষ্টি থামার পর ম্যাচ না করার সিদ্ধান্ত নেয় কেকেআর ও পঞ্জাব কিংস, তবুও সিএবির প্রস্তুতি ছিল চোখে পড়ার মতো। আইপিএলের ম্যাচ থাকলেই, ম্যাচের আগে ও পরে সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নিজে বারবার মাঠ খতিয়ে দেখেন। আইপিএলে ঝাঁ চকচকে খেলার মধ্যেও অবশ্য দুয়োরানি হয়ে যায়নি সিএবি লিগ। ছোট মাঠেও রয়েছে সমান নজর। এই প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে উঠে আসছে সিএবি অবজার্ভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিকের নাম। আইপিএলের জৌলুসের বাইরে থেকেও তিনি ঘুরে ঘুরে স্থানীয় লিগের খেলা পর্যবেক্ষণ করছেন। তাঁর কথায়, বাংলার ক্রিকেটের সাপ্লাই লাইন শক্তিশালী করাই এখন প্রধান লক্ষ্য-গ্রাম থেকে শহর, সর্বত্র প্রতিভা তুলে আনতেই হবে।তবে বাংলার ক্রিকেটের উন্নতি সম্ভব। ভিডিয়োকন মাঠে পুলিশ এ সি ও ইস্টার্ন রেল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে রেলিগেশন ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই। যার অনেকাংশেই কৃতিত্ব মাঠের কিউরেটর রঞ্জিত সাউ, মাঠের অবজার্ভার সৌমেন কর্মকার এছাড়াও ম্যাচের দায়িত্ব পাওয়া আম্পায়ার ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী, মানু ও অভিষেক হালদার।

বেঙ্গল প্রো লিগে ট্রফি উন্মোচন অনুষ্ঠানে সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় , সচিব বাবলু কোলে , কোষাধক্ষ সঞ্জয় দাস , সহ সভাপতি নিশীথরঞ্জন দত্ত সহ অন্যান্যরা।

বেঙ্গল প্রো লিগে নতুন সংযোজন 'নোভাস পুরুলিয়া রয়্যালস', দল বেড়ে ৯

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন মরসুমে বেঙ্গল প্রো লিগে যুক্ত হল নতুন দল 'নোভাস পুরুলিয়া রয়্যালস'। পুরুষ ও মহিলা-দুই বিভাগেই দল নামাচ্ছে এই ফ্র্যাঞ্চাইজি। ফলে লিগে দলের সংখ্যা ৮ থেকে বেড়ে দাঁড়াল ৯-এ, যা প্রতিযোগিতাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। মঙ্গলবার বাইপাসের ধারের একটি পাঁচতারা হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রফি উন্মোচন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়-সহ সংস্থার অন্যান্য কর্তারা। অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ ছিলেন কেকেআরের ক্রিকেটার রিঙ্কু সিং, অধিনায়ক আজিঙ্ক রাহানে এবং মহম্মদ শামি। অনুষ্ঠানের ফাঁকে অতিথিদের হাতে রসগোল্লা তুলে দিয়ে বাঙালিয়ানা ছোঁয়াও রাখেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সব মিলিয়ে জমজমাট আবহেই শুরু হল নতুন মরসুমের কাউন্টডাউন, যা জুন মাস থেকে শুরু হওয়ার কথা।

সিএবির রেলিগেশন ম্যাচ দেখতে মাঠে হাজির সিএবির পর্যবেক্ষক কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক। সঙ্গে ছিলেন সৌমেন কর্মকার, রঞ্জিত সাও, তপন আড্ডি, সুদীপ ব্যানার্জিসহ অন্যান্যরা।

offline Short Sealed BID-01 of 2026-27 of EE, P.W.D., BD-II for 1) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for accommodation of CAPF/SPF at several location of Islampur PS (phase-V), 3 nos. connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under BD-II, P.W.D. 2) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of Domkal PS (phase-V), 11 nos. in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under BD-II, P.W.D.
3) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of Jalangi PS (phase-V), 1 nos. in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under BD-II, P.W.D.
4) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of Lalgola PS (phase-V), 8 nos. in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under BD-II, P.W.D.
5) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of Murshidabad PS (phase-V), 4 nos. in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under BD-II, P.W.D.
6) Emergent erection of temporary structure of Kitchen and Dining shed etc. for providing logistic supports and accommodation of CAPF/SPF at several location of Bhagawangola PS (phase-V), 1 nos. in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under BD-II, P.W.D.
Date of Publication of BID:- 07.04.2026. Last date and time of application for quotation documents :- 09.04.2026 Upto 1:00 p.m. Last Date and time of issuance of Quotation documents:- 09.04.2026 upto 3.00 pm. Last date and time of receipt of quotations in sealed envelope:- 09.04.2026 Upto 4:30 p.m. Opening of the Quotations:- 09.04.2026 upto 5.00 PM. The details can be obtained from the website http://www.wbpwd.gov.in and office notice board.

Executive Engineer, P.W.D.
Berhampore Division No.II

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

কাজল শেখ • তৃণমূল প্রার্থী

কাজল শেখ প্রার্থী হলেও হাঁসনে শেষ কথা অনুব্রত

নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় • বিজেপি প্রার্থী

শুভাশিস বিশ্বাস

২০২৬-এ হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা থেকেই হাঁসন বিধানসভার ক্ষেত্রে ছিল বড় চমক। এই বছর বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়েজুল হক ওরফে কাজল শেখকে প্রার্থী করে তৃণমূল হাইকমান্ড। পাশাপাশি দ্বিতীয় চমক, সিউড়ির প্রাক্তন বিধায়ক তথা দলের কোর কমিটির সদস্য বিকাশ রায় চৌধুরীকে টিকিট না দেওয়া। আর এই প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর দলের কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন কাজল শেখ। এই বৈঠক থেকে কাজলের বার্তা, ' নানুর বিধানসভার সঙ্গে এবার হাঁসন বিধানসভার লড়াই হবে, দেখা যাবে দাদা ভাই এর লড়াই, আমি নানুরের হয়ে লড়াই করব আর সুকুমারদা হাঁসনে হয়ে লড়তে শুরু করেছেন। দেখা যাবে দাদা ভাইয়ের মধ্যে কে জয়ী হয়। হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের 'বকলমে প্রার্থী আমাদের সুকুমারদা। এই বিষয়ে দ্বিমতের কোনও অবকাশ নেই। সুকুমারদার ছোট ভাই আমি।'

বীরভূমের হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ফয়জুল হক ওরফে কাজল শেখের সমর্থনে সভা করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এই সভা থেকে গত ১৫ বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কী কী উন্নয়ন করেছে, তার খতিয়ান তুলে বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অভিষেককে বলতে শোনা যায়, 'আমি আমাদের উন্নয়নমূলক কাজের ভিত্তিতে ওদের হারানোর প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। যদি না-হারাতে পারি তবে রাজনীতি ছেড়ে দেব।' পাশাপাশি তিনি এও জানান, 'আগামী লোকসভায় যখন দিল্লিতে সরকার হবে নির্ণায়ক ভূমিকা নেবে তৃণমূল-কংগ্রেস।' এর পাশাপাশি সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও নিশানা করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'নরেন্দ্র মোদি শেষ কথা বলে না, শেষ কথা বলে মানুষ'। তবে এদিনের এই সভায় সবথেকে নজর কাড়া ঘটনা ছিল, নির্বাচন ঘোষণার পর এই প্রথম প্রকাশ্য কোনও জনসভায় এক মঞ্চে উপস্থিত থাকতে দেখা যায় অনুব্রত মণ্ডল ও কাজল শেখকে।

এখানে একটা কথা বলতেই হয়, বীরভূমের রাজনীতিতে অনুব্রতর পাশাপাশি একইসঙ্গে উচ্চারিত হয় কাজল শেখের নামও। তাঁর সম্পত্তি

নিয়েও অনেক কিছুই কানাঘুষো শোনাও যায়। তবে কাজল শেখ নিজেই নির্বাচনী হলফনামায় তাঁর সম্পত্তির খতিয়ান দিতে গিয়ে জানিয়েছেন, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে কাজল শেখের বার্ষিক আয় ছিল ৮ লক্ষ ৩১ হাজার ২৯৪ টাকা। এই সময় তাঁর স্ত্রী নাহিদা খাতুনের আয় ছিল ৭ লক্ষ ৩৬৩ টাকা।নির্বাচনী হলফনামায় কাজল জানিয়েছেন, এই মুহূর্তে তাঁর হাতে নগদ রয়েছে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৯৯ টাকা। নানুরের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কাজলের জমা রয়েছে ৯ লক্ষ ৭৬ হাজার ৪৮৮ টাকা। শান্তিনিকেতনের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে তাঁর আমানত ৪৩ লক্ষ ১৮ হাজার ১৫৫.৯২ টাকা।সঙ্গে এও জানিয়েছেন, তাঁর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৫৪ লক্ষ ১১ হাজার ৯০০ টাকা। ব্যাঙ্ক আর গয়না মিলিয়ে স্ত্রীর মোট অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ২৭ লক্ষ ৯০হাজার টাকা। কাজল শেখের নির্বাচনী হলফনামা অনুযায়ী তাঁর স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ ৮৫ হাজার ৬৭০ টাকা। যার মধ্যে রয়েছে কৃষিজমি, পুকুর আর বাড়ি। স্ত্রীর স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৯৩ লক্ষ টাকার মত। স্ত্রীর গয়নার পরিমাণ ১৩ লক্ষ ৭ হাজার ৮০০ টাকা।আর অনুব্রতর মতোই বীরভূমে বাহুবলী নেতা হিসেবেই পরিচিত কাজল শেখ। তাঁর নামে মোট ৬টি মামলা রয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

তবে শাসক দলকে নিয়ে বহু অভিযোগ রয়েছে স্থানীয়দের। হাঁসনের স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ২০১১ সালের পর চরম আঘাত নেমে আসে পঞ্চায়েতে। পঞ্চায়েতের একশো দিনের কাজে ব্যাপক লুট। গরিব মানুষের কাজের টাকা লুটে করেছে তৃণমূল। চার বছর ধরে বন্ধ একশো দিনের কাজ। এলাকায় কোনও কাজ নেই। ফলে আমরা হাঁসন বিধানসভা এলাকার গরিব মানুষ পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে ভিন রাজ্যে কাজ করে সংসার চালাচ্ছি। প্রার্থীকে কাছে পেয়ে এমনই অভিযোগের কথা তুলে ধরেন গ্রামবাসীরা।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, হাঁসন কেন্দ্রটিতে সংখ্যলঘু ও তফসিলি মানুষের বাস বেশি। এবার ওই কেন্দ্রে বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই(এম) এর যুবক প্রার্থী কামাল হাসান। পেশায় আইনজীবী। তিনি হাঁসনের রাজনৈতিক লড়াইয়ে নতুন মুখ। কামাল হাসানের নাম ঘোষণার পর থেকেই সিপিআই(এম) কর্মীরা নেমে পড়েন নয়া উদ্যমে দেওয়াল লিখতে। সঙ্গে প্রার্থী কামাল হাসানও নেমে পড়েন প্রচারে। শোনেন মানুষের অভাব অভিযোগের কথা। তাঁর কাছে স্থানীয়দের মূল অভিযোগ, 'তৃণমূল পাঁচ বছর ধরে উন্নয়নের টাকা লুট করে নিজেদের পকেটে ভরেছে। সব চেয়ে ক্ষতি হয়েছে সাধারনের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কাজের। এলাকার বেশীর ভাগ যুবক কাজ না পেয়ে সংসার ছেড়ে খাটতে যাচ্ছে ভিন রাজ্যে। সেখানেও তারা নিরাপদে নেই। এই সব অভিযোগ শোনার পর কামাল হাসান আশ্বাসের সুরে জানান, 'এবার আওয়াজ উঠেছে বাংলাকে বাঁচাতে হলে তৃণমূল ও বিভেদকামী বিজেপি হটাতে হবে। আমরা এবার যোগ্য জবাব দেবই।'

হাঁসনের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম লোকসভা আসনের অধীনস্থ সাতটি কেন্দ্রের মধ্যে সাধারণ শ্রেণির বিধানসভা কেন্দ্র এটি। এটি ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এর মধ্যে রামপুরহাট ২ ও নলহাটি ২ সম্প্রদায় উন্নয়ন ব্লক অন্তর্ভুক্ত। এখনও পর্যন্ত এখানে অনুষ্ঠিত ১৪টি বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস আটবার জিতেছে, এরপর চারবার জয়ী হয়েছে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া। অল ইন্ডিয়া ফরোয়ার্ড ব্লক এবং তৃণমূল কংগ্রেস প্রত্যেকেই একবার করে এই আসনে জিতেছে। দুই দশক ধরে হাসানে কংগ্রেসের আধিপত্য ছিল, ১৯৯৬ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে তারা টানা পাঁচবার জয়ী হয়। ২০১১ সালে কংগ্রেসের অসিত কুমার মাল আরসিপিআই-এর কমল হাসানকে ২৬,৪৫২ ভোটে পরাজিত করেন। ২০১৬ সালে মালের অতীতের সাফল্যের ওপর ভর করে তৃণমূল তাঁকে প্রার্থী করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সেই পদক্ষেপ ব্যর্থ হয় কারণ কংগ্রেসের মিল্টন রশিদ তাঁকে ১৬, ১৫৪ ভোটে পরাজিত করেন। এই মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন থেকে নির্বাচিত একমাত্র মুসলিম বিধায়ক হন রশিদ। অবশেষে ২০২১ সালে তৃণমূল সাফল্য পায়, যখন তাদের প্রার্থী অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায় বিজেপির নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০,৬১৩ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন।

হাঁসনে বিজেপির উত্থান ধীর হলেও লক্ষণীয়। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে, দলটি হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের পিছনে ২৯,৯১০ ভোটে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল। ২০২৪ সালের সংসদীয় নির্বাচনে এই ব্যবধান বেড়ে ৩৮, ৯৫৮ ভোটে দাঁড়ায়, যা তাদের ভোটভিত্তির ক্রমাগত সংহতকরণের ইঙ্গিত দেয়।

২০২৪ সালে হানসানে নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ছিল ২৫৯,৬৭৪ জন, যা ২০২১ সালের ২৪৮,১১৩ জন এবং ২০১৯ সালের ২৩৫,৯৩৪ জনের চেয়ে বেশি। ২০২১ সালে, মোট ভোটারের ৫৪.৫০ শতাংশ ছিলেন মুসলিম এবং ২৭.৪৯ শতাংশ ছিলেন তফসিলি জাতিভুক্ত। এই নির্বাচনী এলাকাটি মূলত গ্রামীণ, যেখানে মাত্র ২.৫৭ শতাংশ ভোটার শহরাঞ্চলে বসবাস করেন। হাঁসন সম্পর্কে আরও একটা কথা না বললেই নয়। এখানকার ভোটার উপস্থিতি সবসময়ই উচ্চ। যেমন, ২০২৪-এ উপস্থিতি ছিল ৮১.১৮ শতাংশ। এর আগে ২০২১-এ ছিল ৮৫.১১ শতাংশ। ২০১৯-এ ছিল ৮৪.৫২ শতাংশ। তারও আগে ২০১৬-তে ছিল ৮৪.৪৪ শতাংশ।

তৃণমূল ২০২১ সালে বিশাল ব্যবধানে জয়ী হওয়ায় ২০২৬-এও তারা স্পষ্টতই এগিয়ে রয়েছে। বিজেপি আস্তে আস্তে শক্তি বাড়ালেও তৃণমূলকে টেক্কা দিতে আরও সময় লাগবে। কংগ্রেস-বাম জোট গত দু'টি নির্বাচনে তৃতীয় স্থানে থাকলেও পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক নয়। তাদের সামান্য পুনরুত্থানও তৃণমূলের ভোটে টান পড়াতে পারে, যদিও বড় বিপর্যয়ের সম্ভাবনা কম। সব মিলিয়ে, হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রে ২০২৬ সালের ভোট হবে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে প্রধান লড়াই, যেখানে তৃণমূল এখনও একধাপ এগিয়ে। আর বীরভূমের রাজনীতি প্রসঙ্গে একটা কথা বলতেই হয়, বীরভূমের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত বিধানসভা কেন্দ্র হল হাঁসন কেন্দ্র। এই এলাকায় কাজল শেখের দাপটও যথেষ্ট। কিন্তু কাজলের নির্বাচনে জয়ের সুতো অনেকটাই বাঁধা রয়েছে অনুব্রতর হাতে। জেল থেকে ফেরার পরে অনুব্রতই বর্তমান বীরভূমের শেষকথা।

নজরকাড়া কেন্দ্র

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের হিসেবনিকেশ

প্রার্থীর নাম	দল	ভোট	ভোট শতাংশ
অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়	তৃণমূল কংগ্রেস	১,০৮,২৮৯	৫১.০০ %
নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়	বিজেপি	৫৭,৬৭৬	২৭.০০ %
মিল্টন রশিদ	কংগ্রেস	৩৮,৮১৫	১৯.০০ %
কোনও দলকে নয়	নোটা	২,৪২০	০১.০০ %

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেশ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা
হাঁসন	২,৫৯,৬৭৪	২,৫০,৩১৫	২,৪৯,৭৬৯

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

প্রচারে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং।

প্রচারে সোনারপুর দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী লাভলি মৈত্র।

প্রচারে খড়গপুর সদরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।

কলকাতা বন্দর কেন্দ্রের জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়ার পথে তৃণমূল প্রার্থী ফিরহাদ হাকিম।

প্রচারে বহরমপুর কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী অধীররঞ্জন চৌধুরী।

সোমবার মনোনয়নপত্র জমা দিলেন কাশীপুর বেলগাছিয়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রীতেশ তিওয়ারি।